শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মী পূজা পদ্ধতি

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য

ওঁ পৌরোহিত্য-পূজা বিজ্ঞান
পৌরোহিত্য হোক সবার জন্য
পৌরোহিত্য-পূজা বিজ্ঞান

বরাত বিহীন

শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূজা পদ্ধতি

[ফর্দ্দমালা এবং প্রয়োজনীয় যোগমুদ্রার ছবি ও নির্দ্দেশ সহ]

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত

এবং মেদিনীপুরস্থ সুবিখ্যাত পূজারী-পণ্ডিত স্বর্গীয় জ্যোতি কুশারী মহোদয়ের সুযোগ্য দৌহিত্র
ভরদ্বাজ বংশীয় শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিমার্জিত।

ওঁ পৌরোহিত্য-পূজা বিজ্ঞান

সূচীপত্র

ওঁ পৌরোহিত্য-পূজা বিজ্ঞান

॥ ওঁ নমো ভগবতে নারায়ণায়॥

শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূজা পদ্ধতি

আশ্বিনমাসের দেবীপক্ষের শেষদিনে, অর্থাৎ পূর্ণিমার রাত্রিকালে (কখনও কখনও কার্তিক মাসে পড়ে) কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই দিনটিকে বলা হয় কোজাগরী পূর্ণিমা। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে নিত্যক্রিয়া সমাপ্ত করে আসনে বসে, কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ও গন্ধাদির অর্চনা করে শালগ্রাম শিলায় গন্ধপুষ্প, সচন্দন তুলসী দিতে হয়।

আচমন—ডান হাতের তালু গোকর্ণাকৃতি করে বাম হাতে কুশীর দ্বারা মাষকলাই ডুবতে পারে, তিনবার এইরকম পরিমাণ জল নিয়ে পান করবেন। যথা—ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ। তারপর দু'হাত ধুয়ে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বাঁকিয়ে দু'বার মুখ মার্জন করুন। অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী ও মধ্যমার দ্বারা মুখ স্পর্শ করুন। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দিয়ে নাসিকা স্পর্শ করবেন, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দিয়ে চক্ষু দুটি ও দুটি কর্ণ স্পর্শ করবেন। অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়ে নাভিদেশ এবং হস্ততলটি স্পর্শ করে বিষ্ণুস্মরণ করুন।

বিষ্ণুস্মরণ—ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।। ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ॥ পরে গন্ধাদির অর্চনা করবেন, যথা—"বং এতেভ্য

গন্ধাদিভ্যো নমঃ” মন্ত্রে তিনবার গন্ধাদির অর্চনা করে— “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ পূজনীয় দেবতাভ্যো নমঃ।” এরপর নারায়ণ, গণেশ, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, শ্রীগুরু ইত্যাদির গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা করে সূর্য্যার্ঘ্য দেবেন।

নারায়ণের ধ্যান—ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরন্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

গণেশের ধ্যান—ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং, প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু॥

সূর্য্যার্ঘ্যের মন্ত্র—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎ সবিত্রে সূচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে। ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ ও ঋগ্বেদীয়—এষোঽর্ঘ্যঃ) ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥

সূর্য্য প্রণাম—ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

স্বস্তিবাচন—তাম্রপাত্রে সামান্য আতপ চাউল নিয়ে বাম হাতে রেখে ডান হাত দিয়ে চাপা দিয়ে মন্ত্র পাঠ করবেন, যথা—

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীকোজাগরীলক্ষ্মীপূজাকর্ম্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো

ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্॥ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীকোজাগরীলক্ষ্মীপূজাকর্ম্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীকোজাগরীলক্ষ্মীপূজাকর্ম্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥ পরে আপন বেদানুযায়ী স্বস্তিসূক্ত পাঠ করবেন।

সামবেদীয় স্বস্তিসূক্ত—“ওঁ সোমং রাজানাং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥”

যজুর্বেদীয় স্বস্তিসূক্ত—“ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু॥ ওঁ গণানাত্মা গণপতিগুঁ হবামহে, ওঁ প্রিয়নাত্মা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে, ওঁ নিধিনাত্মা নিধিপতিগুঁ হবামহে, বসো মম। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥”

ঋগ্বেদীয় স্বস্তিসূক্ত—“ওঁ স্বস্তি ন মিমীতামশ্বিনা ভগঃ। স্বস্তি দেব্যদিতিরণর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতুনা॥ স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবামহে সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয়ঃ আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ॥ ওঁ

বিশ্বেদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্ত্বভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ। ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি পথ্যে রেবতি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি। ওঁ স্বস্তি পন্থান মনুচরেম সূর্য্য চন্দ্রমসাবিব। পুনর্দ্দধতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি। ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভুতং ত্রায়সং দেবতানাম্। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎষুবৃহদ্‌যশো নাবমিবারুহেম। ওঁ অংহো মুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রয়ং মনসা চ প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধেম্বভয়ং নো অস্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥" এরপর করযোড়ে সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করবেন।

সাক্ষ্যমন্ত্র—(তিন বেদীরই পাঠ্য) "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ, সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥"

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে কুশ, তিল, হরিতকী, পুষ্প, বিল্বপত্র, জল, আতপ চাল ও চন্দন বামহাতে নিয়ে ডানহাত দিয়ে ঢেকে, ডান জানু মাটিতে রেখে উত্তরমুখে বসে সঙ্কল্পবাক্য বলুন, যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে—শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে (কার্ত্তিকমাস হলে তুলারাশিস্থে ভাস্করে বলবেন) অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণস্য (শূদ্রপক্ষে—শ্রীঅমুক দাসঃ) সর্ব্বসৌভাগ্যকামনার্থায় শ্রীশ্রীকোজাগরীলক্ষ্মী প্রীতিকামঃ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক সায়ুধবাহনপরিবার শ্রীশ্রীকোজাগরীলক্ষ্মীপূজাতদ্ধোমকর্ম্মাহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)॥"

সামবেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত—"ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্ব মাদিদ্বো দেব ওহতে॥ ওঁ অস্য সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু। ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু॥"

যজুর্বেদীয়—"ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি দূরঙ্গমং। জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ ওঁ অস্য সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু। ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু॥"

ঋগ্বেদীয়—"ওঁ যা গুঁ গূর্য্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণী মহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে॥ ওঁ অস্য সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু। ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু॥" এরপর স্বয়ং পূজা করতে অসমর্থ হলে পূজক ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) বরণ করবেন।

বরণ—কর্তা পূর্বমুখে বসবেন, পুরোহিত উত্তরদিকে মুখ করে বসবেন। তারপর বরণকর্তা আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি ইত্যাদি করে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, বাস্তুদেবতা, ইষ্টদেবতা, গ্রাম্যদেবতা ও প্রত্যক্ষ দেবতাকে গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা করে হাতজোড় করে বলুন—"ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্।" পুরোহিত বলুন—"ওঁ সাধ্বহমাসে॥" কর্ত্তা বলুন—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্॥" পুরোহিত বলুন—"ওঁ অর্চ্চয়॥" পরে কর্ত্তা গন্ধপুষ্প, পৈতা ও বস্ত্রাঙ্গুরীয়ক নিয়ে—"এতানি গন্ধপুষ্পবস্ত্রাঙ্গুরীয়কযজ্ঞোপবীতানি ওঁ পূজক ব্রহ্মণায় নমঃ" মন্ত্রে পুরোহিতকে দিন। পুরোহিত "ওঁ স্বস্তি" বলে নেবেন। সামান্য আতপ চাউল ও দূর্ব্বা নিয়ে পুরোহিতের ডান উরুদেশ ধারণ করে কর্তা বরণবাক্য পাঠ করুন, যথা—

"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে (কার্ত্তিকমাস হলে তুলারাশিস্থে ভাস্করে বলবেন) শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত সায়ুধবাহনপরিবার শ্রীশ্রীকোজাগরীলক্ষ্মীপূজাকর্ম্মণি পূজককর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণমেভিগন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।।" পুরোহিত বলবেন—"ওঁ বৃতোঽস্মি"। কর্তা হাতজোড় করে বলুন—"ওঁ যথাবিহিত পূজককর্ম্ম কুরু।।" পুরোহিত উত্তর দিন—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।।"

অধিবাস-বিধি—বরণকার্য প্রথমেই সমাপ্ত করে শুদ্ধাসনে পূর্ব বা উত্তরদিকে মুখ করে বসে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ও গন্ধাদির অর্চনা করে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করবেন। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ, এইক্রমে—ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ, ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ, ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ, ওঁ কুলদেবদেবীভ্যো নমঃ, ওঁ ইষ্টদেবদেবীভ্যো নমঃ। অতঃপর অধিবাসের স্বস্তিবাচন করবেন।

স্বস্তিবাচন—কুশীতে আতপ চাল নিয়ে—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যাঃ শুভাধিবাস কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম॥ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যাঃ শুভাধিবাস কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ

কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যাঃ শুভাধিবাস কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥" এরপর আপন বেদ অনুযায়ী (যজমানের পক্ষে—যজমানের বেদ অনুযায়ী) স্বস্তিসূক্ত পাঠ করে হাত যোড় করে সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করবেন—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যেঽভূতান্যহক্ষপা, পবনো দিকপতির্ভূমিরাকাশং খচরামরা। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥" এরপর সঙ্কল্প করবেন।

সঙ্কল্প—কুশীতে তিল, পুষ্প, আতপচাউল, কুশ, হরিতকী বাম হাতে নিয়ে ডান হাঁটু মাটিতে রেখে ডান হাতে কুশিটি আচ্ছাদন করে সঙ্কল্প মন্ত্র পাঠ করবেন, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি (রাশি উল্লেখ্য) কোজাগরী পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ বা দাসঃ) শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রীতিকামঃ কোজাগরীলক্ষ্মীপূজাঙ্গভূত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যাঃ শুভাধিবাস কর্মাহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)॥" এরপর আপন বেদ অনুযায়ী (যজমানের পক্ষে—যজমানের বেদ অনুযায়ী) সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করে গণেশাদি পঞ্চদেবতা ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর পঞ্চোপচারে পূজা করে বরণডালার দ্রব্যাদি নিয়ে আলাদা আলাদা মন্ত্রে ঘণ্টা ও বাদ্যাদি সহকারে দেবীর অধিবাস করুন।

বরণডালার দ্রব্যাদি—মহী (মৃত্তিকা), গন্ধ (চন্দন), শিলা (নুড়ি), ধান, দূর্বা, পুষ্প, ফল (অখণ্ড কলাছড়া), দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (শ্রী), সিন্দুর, শঙ্খ, কাজল, রোচনা (শ্বেত সরিষা), স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, চামর, দর্পণ, দীপ ও হলুদ মাখানো সূতা। এই নিয়েই

প্রশস্তিপাত্র বা বরণডালা সাজাতে হয়।

সামবেদীয় অধিবাস— (মহী)—ওঁ মহীত্রীণা মবরস্তু, দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যমণঃ বরুণস্য। ওঁ অনয়া মহ্যা অস্যাঃ শ্রীলক্ষ্মীদেব্যাঃ শুভাধিবাসন মস্তু॥ (এইভাবে সর্বত্র)। (গন্ধ)—ওঁ অলর্ষিরাতিং বসুদামুপ স্তুহি, ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি, মনোদানায় চোদয়ন্॥ ওঁ অনেন গন্ধেন ইত্যাদি॥ (শিলা)—ওঁ বি ত্বদাপো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠা, দুকৃথেভি-রগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ। তং ত্বা গিরঃ সুষ্টুতয়ো বাজয়ন্ত্যাজিং ন গির্ববাহো জিগ্যুরশ্বাঃ॥ ওঁ অনয়া শিলয়া ইত্যাদি॥ (ধান্য)—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ-মপুপবন্ত-মুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ॥ অনেন ধান্যেন ইত্যাদি॥ (দূর্বা)—ওঁ যজ্জায়থা অপূর্ব মঘবন্ বৃত্রহত্যায়।তৎ পৃথিবী মপ্রথয়, স্তদস্তভ্ণা দিবম্॥ ওঁ অনয়া দূর্বয়া ইত্যাদি॥ (পুষ্প)—ওঁ পবমান ব্যশ্নুহি, রশ্মিভির্বাজসাতমঃ। দধং স্তোত্রে সুবীর্য্যম্॥ ওঁ অনেন পুষ্পেন ইত্যাদি॥ (ফল)—ওঁ ইন্দ্রো নরো নেমধিতা হবন্তে, যৎ পার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাং। শূরস্তা নৃযাতা শ্রবসশ্চকাম, আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ॥ ওঁ অনেন ফলেন ইত্যাদি॥ (দধি)—ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ॥ অনয়া দধ্না ইত্যাদি॥ (ঘৃত)—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানা-মভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা॥ ওঁ অনেন ঘৃতেন ইত্যাদি॥ (স্বস্তিক)—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ অনেন স্বস্তিকেন ইত্যাদি॥ (সিন্দুর)—ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্ত মৃক্ষণং ঘৃতস্য পাবাঃ পশুমপ্সু

গৃভ্ণতে॥ ওঁ অনেন সিন্দুরেণ ইত্যাদি॥ (শঙ্খ)—ওঁ স সুন্বে যো বসুনাং, যো রায়ামানেতা য ঈড়ানাম্। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্॥ ওঁ অনেন শঙ্খেন ইত্যাদি॥ (কাজল)—ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে, ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে॥ অনেন কজ্জলেন ইত্যাদি॥ (রোচনা)—ওঁ অধজেনা অধ বা দিবো, বৃহতো রোচনাদধি, অয়বার্দ্ধস্ব তন্না গিরা, মম জাতা সুক্রতো পৃণ॥ ওঁ অনয়া রোচনয়া ইত্যাদি॥ (শ্বেতসরিষা)—ওঁ এষো উষা অর্পূব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। স্তষে বামশ্বিনা বৃহৎ॥ অনেন সিদ্ধার্থেন ইত্যাদি॥ (স্বর্ণ)—ওঁ তং গৃর্দ্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো, দেবম্ রতিং দধান্বিরে। দেবত্রা হব্যমূহিষে॥ ওঁ অনেন কাঞ্চনেন ইত্যাদি॥ (রৌপ্য)—ওঁ যদ্বর্চ্চো হিরণ্যস্য যদ্বাবর্চ্চো গবামৃত। সত্যস্ব ব্রহ্মাণো বর্চ্চস্তেন মা সং সৃজামসি॥ ওঁ অনেন রৌপ্যেন ইত্যাদি॥ (তাম্র)—ওঁ বামহাঁ অসি সূর্য্য বড়াদিত্য মহাঁ অসি। মহস্তে সতো মহিমা পনিষ্টম, মহ্না দেব মহা অসি॥ ওঁ অনেন তাম্রেন ইত্যাদি॥ (চামর)—ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং, শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্রণ আয়ুংসি তারিষৎ॥ ওঁ অনেন চামরেণ ইত্যাদি॥ (দর্পণ)—ওঁ আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো, জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্। পরো বদিধ্যতে দিবি॥ ওঁ অনেন দর্পনেন ইত্যাদি॥ (দীপ)—ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥ ওঁ অনেন দীপেন ইত্যাদি॥ (প্রশস্তিপাত্র)—ওঁ উদ্যল্লোকাঁন্নরোচয়। প্রজাভূতমরোচয়ঃ। বিশ্বস্তুত মরোচয়ঃ॥ ওঁ অনেন প্রশস্তিপাত্রেন ইত্যাদি॥ (দূর্বাযুক্ত হলুদ মাখানো সূত্র)—ওঁ সূত্রামানং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মান মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তী-মা রুহেমা স্বস্তয়ে॥ অনেন মাঙ্গল্যসূত্রেন ইত্যাদি॥ এরপর দেবীর বামহাতে বেঁধে দিন।

যজুর্ব্বেদীয় অধিবাস—(মহী)—ওঁ ভূরসি ভূমিরস্য দিতিরসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃগুঁহ, পৃথিবীং মা হিগুঁসি॥ ওঁ অনয়া মহ্যা অস্যাঃ শ্রীলক্ষ্মীদেব্যা শুভাধিবাসনমস্তু॥ (এইভাবে সর্বত্র)। (গন্ধ)—ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষীণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥ ওঁ অনেন গন্ধেন ইত্যাদি॥ শিলা—ওঁ প্র পর্বতস্য বৃষভস্য পৃষ্ঠান্নাবশ্চরন্তি স্বসিচ ইয়ানাঃ। তা আবমত্রন্নধরাগুদক্তা, অহিং বুধ্ন-মনু রীয়মানাঃ॥ ওঁ অনয়া শিলয়া ইত্যাদি॥ (ধান্য)—ওঁ ধান্যমসি, ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞম্। ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্॥ ওঁ অনেন ধান্যেন ইত্যাদি॥ (দূর্ব্বা)—ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি, পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্বে প্র তনু, সহস্রেন শতেন চ॥ ওঁ অনয়া দূর্বয়া ইত্যাদি॥ (পুষ্প)—ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে, নক্ষত্রাণি রূপ-মশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ। সর্বলোকম্ম ইষাণ॥ ওঁ অনেন পুষ্পেন ইত্যাদি॥ (ফল)—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতা স্তা নো মুঞ্চন্ত্বগুঁহসঃ॥ ওঁ অনেন ফলেন ইত্যাদি॥ (দধি)—ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ, সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ুগুঁসি তারিষৎ॥ ওঁ অনয়া দধ্না ইত্যাদি॥ (ঘৃত)—ওঁ তেজোঽসি, শুক্রমস্যমৃতমসি, ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥ ওঁ অনেন ঘৃতেন-ইত্যাদি॥ (স্বস্তিক)—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমি, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ অনেন স্বস্তিকেন ইত্যাদি॥ (সিন্দুর)—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাত প্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বা। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥ ওঁ অনেন সিন্দুরেণ ইত্যাদি॥ (শঙ্খ)

—ওঁ প্রতিশ্রুতকায়া অর্তনং ঘোষায়-মন্তায় বহুবাদিন, মনন্তায় মূকগুঁ, শব্দায়াড়ম্বরা ঘাত স্মহসে বীণাবাদং, ক্রোশায় তূনবধ্মং, মবরস্পরায় শঙ্খধ্মং, বনায় বল্প, মন্যতোহরণায় দাবপম্॥ ওঁ অনেন শঙ্খেন ইত্যাদি॥ (কাজল)—ওঁ সমিদ্ধো অঞ্জন্ কৃদরং যতীনাং, ঘৃতমগ্নে মধুমৎ পিন্বমানঃ। বাজী বহন্ বাজিনং জাতবেদা দেবানাং বক্ষি প্রিয় মা সধস্থম্॥ ওঁ অনেন কজ্জলেন ইত্যাদি॥ (রোচনা)—ওঁ যুঞ্জন্তি ব্রধ্ন মরুষ চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি॥ ওঁ অনয়া রোচনয়া ইত্যাদি॥ (শ্বেতসরিষা)—ওঁ রক্ষোহনো বো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহনো বো বলগহনমুবয়ামি। রক্ষোহনো বো বলগহনোঽবস্তৃনামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহনৌ বাং বলগহনা উপদধামি বৈষ্ণবী। রক্ষোহনৌ বাং বলগহনৌ পর্য্যহামি বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবমসি, বৈষ্ণব্যঃ স্থঃ॥ ওঁ অনেন সিদ্ধার্থেন ইত্যাদি॥ (স্বর্ণ)—ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে, ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ওঁ অনেন কাঞ্চনেন ইত্যাদি॥ (রৌপ্য)—ওঁ রূপেন বো রূপমভ্যাগাং, তুথো বো বিশ্বদেবা বিভজতু। ঋতস্য পথা প্রেত চন্দ্রদক্ষিণা, বি স্বঃ পশ্য ব্যন্তরিক্ষং যতস্বঃ স্বদস্যৈঃ॥ ওঁ অনেন রৌপ্যেন ইত্যাদি॥ (তাম্র)—ওঁ অসৌ যস্তাম্রো অরুণ, উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চেমাগুঁ রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ, সহস্রশোঽবৈষাগুঁ হেড় ঈমহে॥ ওঁ অনেন তাম্রেন ইত্যাদি॥ (চামর)—ওঁ বাতো বা মনো বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিগুঁশতিঃ। তে অগ্রে অশ্ব মযুঞ্জতে অস্মিঞ্জবমা দধুঃ॥ ওঁ অনেন চামরেণ ইত্যাদি॥ (দর্পণ)—ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্ন মৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥ ওঁ অনেন দর্পণেন ইত্যাদি॥ (দীপ)—ওঁ মনো জুতি জুষতা মাজ্যস্য, বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনো ত্বরিষ্টং যজ্ঞগুঁ

সমিমং দধাতু। বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তা মোঁ প্রতিষ্ঠ॥ ওঁ অনেন দীপেন ইত্যাদি॥ (প্রশস্তিপাত্র)—ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা, নুপদস্যনুপদে ত্বা, সম্পদসি সম্পদে ত্বা, তেজোঽসি তেজসে ত্বা॥ ওঁ অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ ইত্যাদি॥ (মাঙ্গল্য দ্রব্য)—ওঁ অনেন মাঙ্গল্য দ্রব্যেন ইত্যাদি॥ (দূর্বাযুক্ত হলুদ মাখানো সূত্র)—ওঁ সূত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণ মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রা-মনাগসমস্রবন্তী-মা রুহেমা স্বস্তয়ে। ওঁ অনেন মাঙ্গল্য সূত্রেন অস্যা শ্রীলক্ষ্মীদেব্যাঃ শুভাধিবাসন মস্তু॥ মন্ত্রপাঠ করে হলুদ মাখানো সূতাটি দেবীর বাম হাতে বেঁধে দিন।

এরপর "এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, সামান্যার্ঘ্য ইত্যাদিগুলি পর পর করুন।

সামান্যার্ঘ্য—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করে তার উপরে— "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা করুন। এরপর "ফট্" মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালন করে মণ্ডলের উপর স্থাপন করুন। পরে "নমঃ" মন্ত্রে কোশা জলপূর্ণ করে কোশার জলে গন্ধপুষ্প প্রভৃতি দিয়ে "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ"। এইভাবে—"অং

(যজুর্বেদীয় অধিবাস মন্ত্রে "গুঁ" স্থলে "ং" উচ্চারণ করতে হয়)।

সূর্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ", "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে পূজা করে অর্ঘ্য রচনা করে যোনিমুদ্রা, ধেনুমুদ্রা ও মৎস্যমুদ্রা দেখাবেন। পরে— "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী। নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরী জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু॥" এই মন্ত্রে অঙ্কুশ মুদ্রাদ্বারা জলে তীর্থ আবাহন করে, মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করে তার উপর "ওঁ" মন্ত্র আটবার জপ করে, ঐ জল কিঞ্চিৎ নিয়ে নিজেকে এবং পূজোপকরণ অভ্যুক্ষণ করবেন। তারপর দ্বারপূজা করবেন।

দ্বারপূজা—"ফট্" মন্ত্রে দ্বারদেশে সামান্যার্ঘ্যের জল ছিটিয়ে আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রাদ্বারা দ্বারদেবতাগণের আবাহন করুন। যথা—ওঁ দ্বারদেবতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্লীত। অতঃপর গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা করুন। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এইক্রমে—ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ অস্ত্রায় নমঃ। মন্ত্রে পূজা করবেন। সম্ভব না হলে, একসঙ্গে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ" মন্ত্রে পূজা করবেন। তারপর মাষভক্ত বলি দিবেন।

মাষভক্ত বলি—নিজের বামদিকে ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল করে তার উপর কলাপাতা, বেলপাতা বা নতুন মাটির খুরিতে মাষকলাই, দধি, আতপ চাউল ও ঘৃত একসঙ্গে মিশ্রিত করে রাখবেন। এবার ভূতগণের আবাহন করবেন, যথা—ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্লীত। পরে "বং এতস্মৈ

মাষভক্ত বলয়ে নমঃ" মন্ত্র তিনবার পাঠ করে কুশোদক দিয়ে—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে পূজা করে "এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ" মন্ত্রে উৎসর্গ করুন। পরে হাতজোড় করে—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র

আবাহনীমুদ্রা

সন্নিধাপনীমুদ্রা

সম্মুখীকরণমুদ্রা

সন্নিরোধনীমুদ্রা

ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভি স্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাদ্ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু

মৎকৃতাম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ॥" "ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্॥" এই মন্ত্রে একগণ্ডুষ জল দিয়ে সামান্য শ্বেতসর্ষপ বা আতপ চাউল লইয়া "ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করে— "ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতাঃ ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥" মন্ত্র পাঠ করে ঐগুলি দশদিকে ছড়িয়ে দিয়ে "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে উর্ধে তালি দিয়ে তুড়ি দ্বারা দশদিক বন্ধন করে "শ্রীং" মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন এবং "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে অন্তরীক্ষের বিঘ্ন ও বামপায়ের গোড়ালী দ্বারা মাটিতে তিনবার আঘাত করে ভৌমবিঘ্ন অপসারণ করে আসনশুদ্ধি করুন।

আসনশুদ্ধি—আসনের নিচে ত্রিকোণমণ্ডল এঁকে—"ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা করে আসন স্পর্শ করে বলুন, যথা—"ওঁ অস্য আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥" এরপর— "ওঁ আ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে পূজা করে গুরুপঙ্ক্তি প্রণাম করুন। যথা—(বামে) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ।" (দক্ষিণে) গাং গণেশায় নমঃ, (উর্ধে) ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, (অধঃ) ওঁ অনন্তায় নমঃ, (পশ্চাতে) ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, (মধ্যে) সায়ুধবাহনপরিবার শ্রীশ্রীকোজাগরীলক্ষ্মীদেব্যৈঃ নমঃ। এরপর করশুদ্ধি করবেন।

করশুদ্ধি—"ঐং" মন্ত্রে একটি রক্তবর্ণ পুষ্প নিয়ে "ওঁ" মন্ত্রে ঐ পুষ্প করদ্বয়ে পেষণ করে "হসৌঃ" মন্ত্রে ঐ পুষ্প ঈশানকোণে নিক্ষেপ করবেন।

পুষ্পশুদ্ধি—পুষ্পে লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব চিন্তা করে— "ওঁ পুষ্পকেতু রাজর্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায় হূং" মন্ত্রে নারাচমুদ্রা দিয়ে পুষ্প স্পর্শ করে পাঠ করুন—"ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে হূং ফট্ স্বাহা॥"

নারাচমুদ্রা

প্রাণায়াম—ডান নাসারন্ধ্র ধারণ করে "শ্রীং" মূলমন্ত্র ষোল বার উচ্চারণ করে বায়ূ পূরণ করবেন। পরে দুই নাসারন্ধ্র বন্ধ করে চৌষট্টি বার জপ করে কুম্ভক করে বত্রিশ বার জপ করে ডান নাসাপুটে বায়ু ত্যাগ করবেন। এরপর বিপরীতভাবে বায়ূ পূরণ করে দুই নাসা বন্ধ করে কুম্ভক করুন এবং বাম নাসা দিয়ে বায়ু ত্যাগ করুন। পুনরায় ডান নাসা বন্ধ করে বায়ু পূরণ, উভয় নাসা বন্ধ করে কুম্ভক ও ডান নাসায় বায়ুত্যাগ করুন। (অসমর্থ হলে ষোল স্থলে চার বার, চৌষট্টি স্থলে ষোল বার, বত্রিশ স্থলে আট বার জপ করলেই সিদ্ধ হয়)।

অথ ভূতশুদ্ধি—'রং' ইতি মন্ত্রেন জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা সোঽহং ইতি মন্ত্রেন জীবাত্মানং

হৃদয়স্থং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থকুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুষুম্নাবর্ত্মনা মূলাধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরকানাহতবিশুদ্ধাজ্ঞাখ্যষট্‌চক্রাণি ভিত্ত্বা শিরোঽবস্থিতাধোমুখ সহস্রদলকমলকর্ণিকান্তর্গত পরমাত্মনি সংযোজ্য, তত্রৈব পৃথিব্যাপ্তেজোবায়্বাকাশ গন্ধরসরূপস্পর্শ-শব্দনাসিকাজিহ্বাচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রবাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থ প্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যহঙ্কাররূপচতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি লীলানি বিভাব্য দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা 'যং' ইতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা, বামকুক্ষিস্থকৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য, অস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসায়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ দক্ষিণনাসাপুটে 'রং' ইতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা, কৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ মূলাধারোত্থিতেন বহ্নিনা দগ্ধ্বা, তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ 'ঠং' ইতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসাপুটে ধ্যাত্বা, তস্য ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা, নাসাপুটৌ ধৃত্বা 'বং' ইতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা তস্মাল্ললাটস্থচন্দ্রাদ্‌গলিতসুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া সমস্তদেহং বিরচ্য 'লং' ইতিপৃথ্বীবীজস্য দ্বাত্রিংদ্বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য, দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ হংসঃ ইতি মন্ত্রেন জীবং স্বস্থানে সংস্থাপ্য কুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদীনিং চ যথাস্থানে সংস্থাপয়েৎ। দেবরূপমাত্মানং চিন্তয়েৎ॥ (এটি বৃহৎ ভূতশুদ্ধি। প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত ভূতশুদ্ধিও করতে পারেন)।

সংক্ষিপ্ত ভূতশুদ্ধি—'রং' মন্ত্রে আপনার চতুর্দিকে জলধারা দিয়ে আপনাকে বহ্নিপ্রাচীরের মাঝখানে অবস্থিতরূপে ভাবনা করুন। পরে নাসিকা দুটি টিপে ধরে নিম্নলিখিত মন্ত্র চারটি পাঠ করে দেবতাকে ভাবনা করুন।

মন্ত্রচতুষ্টয়, যথা—ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুন্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ॥১॥ ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ॥২॥ ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা ॥৩॥ ওঁ পরম শিব সুষুন্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমূল্ল সোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্জ্বল প্রজ্জ্বল সোঽহং হংসঃ স্বাহা ॥৪॥ এরপর মাতৃকান্যাস কর্তব্য।

মাতৃকান্যাস—অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীছন্দো মাতৃকাসরস্বতীদেবতা হলো বীজানি স্বরাশক্তয়োঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ—ওঁ স্বরেভ্যোঃ শক্তিভ্যোঃ নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে—ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ॥ মাতৃকান্যাসের পর অন্তর্মাতৃকান্যাস করুন।

অন্তর্মাতৃকান্যাস—ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ (ইতি কণ্ঠে)। ওঁ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং (ইতি হৃদয়ে)। ওঁ ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং (ইতি নাভৌ)। ওঁ বং ভং মং যং রং লং (ইতি লিঙ্গমূলে)। ওঁ বং শং ষং সং (ইতি মূলাধারে)। ওঁ হং ক্ষং (ইতি ভ্রূমধ্যে)॥ এরপর বাহ্যমাতৃকান্যাস এবং তারপরে সংহারমাতৃকান্যাস করণীয়।

বাহ্যমাতৃকান্যাস—ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাম্। ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্॥ মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্ব্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥ অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), ইং ঈং নমঃ (চক্ষুষোঃ), উং ঊং নমঃ (কর্ণয়োঃ), ঋং ৠং (নসোঃ) ঌং ৡং নমঃ (গণ্ডয়োঃ), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওং নমঃ (ঊর্দ্ধদন্তে), ঔং নমঃ (অধোদন্তে), অং নমঃ (মস্তকে), অঃ নমঃ (মুখে), কং নমঃ (দক্ষিণবাহু-মূলে), খং নমঃ (কূর্পরে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঙং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ছং নমঃ (কূর্পরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), টং নমঃ (দক্ষিণোরু- মূলে), ঠং নমঃ (জানুনি), ডং নমঃ (গুল্‌ফে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ণং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), তং নমঃ (বামোরুমূলে), থং নমঃ (জানুনি), দং নমঃ (গুল্‌ফে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), নং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাভৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি), রং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), বং নমঃ (বামস্কন্ধে), শং নমঃ (হৃদয়াদিদক্ষিণহস্তে), ষং নমঃ (হৃদয়াদিবামহস্তে), সং নমঃ (হৃদয়াদিদক্ষিণপাদে), হং নমঃ (হৃদয়াদিবামপাদে), লং নমঃ (হৃদয়াদ্যুদরে), ক্ষং নমঃ (হৃদয়াদিমুখে)।

সংহারমাতৃকান্যাস—ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোতমৃদঙ্গটঙ্কং, বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামর-

বিন্দনাসাং, গণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনম্রাম্॥ ইতি ধ্যাত্বা বিলোমমাতৃকয়া ন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা—ক্ষং নমঃ হৃদয়াদিমুখে, লং নমঃ হৃদয়াদিজঠরে, হং নমঃ হৃদয়াদিবামপাদাগ্রে, সং নমঃ হৃদয়াদিদক্ষিণপাদাগ্রে, ষং নমঃ হৃদয়াদিবামকরাগ্রে, শং নমঃ হৃদয়াদিদক্ষিণকরাগ্রে, বং নমঃ বামস্কন্ধে, লং নমঃ ককুদি, রং নমঃ দক্ষিণস্কন্ধে, যং নমঃ হৃদি, মং নমঃ উদরে, ভং নমঃ নাভৌ, বং নমঃ পৃষ্ঠে, ফং নমঃ বামপার্শ্বে, পং নমঃ দক্ষিণপার্শ্বে, নং নমঃ বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে, ধং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, দং নমঃ গুল্‌ফে, থং নমঃ জানুনি, তং বামপাদমূলে, ণং নমঃ দক্ষিণপাদাঙ্গুল্যগ্রে, ঢং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, ডং নমঃ গুল্‌ফে, ঠং নমঃ জানুনি, টং নমঃ দক্ষপাদমূলে, ঞং নমঃ বামকরাঙ্গুল্যগ্রে, ঝং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, জং নমঃ মণিবন্ধে, ছং নমঃ কূর্পরে, চং নমঃ বামবাহুমূলে, ঙং নমঃ দক্ষিণকরাঙ্গুল্যগ্রে, ঘং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, গং নমঃ দক্ষমণিবন্ধে, খং নমঃ কূর্পরে, কং নমঃ দক্ষবাহুমূলে, অঃ নমঃ মুখে, অং নমঃ মস্তকে, ঔং নমঃ অধোদন্তপঙ্‌ক্তৌ, ওং নমঃ ঊর্দ্ধদন্তপঙ্‌ক্তৌ, ঐং নমঃ অধরে, এং নমঃ ওষ্ঠে, ৯ং নমঃ বামগণ্ডে, ৯ং নমঃ দক্ষিণগণ্ডে, ৠং নমঃ বামনাসাপুটে, ঋং নমঃ দক্ষিণনাসাপুটে, ঊং নমঃ বামকর্ণে, উং নমঃ দক্ষিণকর্ণে, ঈং নমঃ বামনেত্রে, ইং নমঃ দক্ষিণনেত্রে, আং নমঃ মুখবৃত্তে, অং নমঃ ললাটে॥ এরপর পীঠন্যাস, করন্যাস ইত্যাদিগুলি পর পর করুন।

পীঠন্যাস—হৃদয়ে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। দক্ষিণস্কন্ধে—

ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, বামস্কন্ধে—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, বামরুমূলে—ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, পুনঃহৃদয়ে—ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ॥

করন্যাস—ওঁ শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ শ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ শ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ শ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ শ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ শ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—ওঁ শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ শ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ শ্রূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ শ্রৈং কবচায় হুং, ওঁ শ্রৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্, ওঁ শ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

ব্যাপকন্যাস—গন্ধপুষ্প নিয়ে "ওঁ শ্রীং" মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে মাথা থেকে পায়ের মূল পর্যন্ত এবং সেখান থেকে আবার মাথা পর্যন্ত; পরে নাভি থেকে হৃদয় (বুক) পর্যন্ত দুটি হাতে সাতবার, পাঁচবার কিংবা কমপক্ষে তিনবার ব্যাপকন্যাস করুন।

বীজন্যাস—গন্ধপুষ্প নিয়ে যথাযথ অঙ্গ স্পর্শ করুন। বলুন—ব্রহ্মরন্ধ্রে—শ্রাং নমঃ। ললাটে—শ্রীং নমঃ। নাভিতে—শ্রূং নমঃ। গুহ্যে—শ্রৈং নমঃ। মুখে—শ্রৌং নমঃ। সর্বাঙ্গে—শ্রঃ নমঃ।

বর্ণন্যাস—একটি গন্ধপুষ্প দিয়ে নিম্নের স্থানগুলি স্পর্শ করবেন। যথা, হৃদয়ে—"ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ।" ডানবাহুতে —"ওঁ এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ।" বামবাহুতে—"ওঁ ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ।" ডান পায়ে—"ওঁ ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ।" বাম পায়ে—"ওঁ মং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং নমঃ।" এবার পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি করবেন।

পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি—এটি ছাড়া পূজা করলে, সে পূজায় ফললাভ হয় না। আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দেবশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি করলেই পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি হয়।

আত্মশুদ্ধি—শুদ্ধজলে স্নান করে, নিত্যকর্মাদি এবং প্রাণায়াম ষড়ঙ্গন্যাসাদি করলেই আত্মশুদ্ধি হয়। স্থানশুদ্ধি —পূজাস্থান মার্জনা ও লেপন করে, ধূপ, দীপ, পঞ্চগুঁড়ি ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সাজালে স্থানশুদ্ধি হয়। মন্ত্রশুদ্ধি—মাতৃকাবর্ণের দ্বারা অনুলোম বিলোমে মন্ত্রবর্ণ পুটিত করে দু'বার পাঠ করলে মন্ত্রশুদ্ধি হয়। দ্রব্যশুদ্ধি—পূজোপকরণ সমস্ত কুশের অগ্রভাগ দ্বারা মূলমন্ত্র ও "ফট্" মন্ত্রে প্রোক্ষণ করে ধেনুমুদ্রা দেখালে দ্রব্যশুদ্ধি হয়। দেবশুদ্ধি—কৃতনিত্যাক্রিয় পূজক দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করে, সকলীকরণ করে মূলমন্ত্র দ্বারা ধূপ, দীপ, মাল্য তিনবার প্রোক্ষণ করে দেবতার সম্মুখে ঘোরালে ও শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা প্রোক্ষণ করলে দেবশুদ্ধি হয়।

পঞ্চগব্য শোধন (সাম)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ। গোময়—ওঁ গাবশ্চিদ্ গা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ। দুগ্ধ—ওঁ গব্যো ষু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া। রবিবস্যা মহোনাম্॥ দধি—ওঁ দধিক্রাব্নো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ॥ ঘৃত—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা॥ কুশোদক—ওঁ দ্যৌরাপঃ কণিক্রদৎ সিন্ধোরাপো মরুতো মাদয়ন্তং ঘর্ম্মজ্যোতিঃ॥ এবার সব একত্র করে গায়ত্রী পাঠ করবেন।

পঞ্চগব্য শোধন (যজুঃ)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ। গোময়—ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥ দুগ্ধ—ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং। ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥ দধি-দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ॥ ঘৃত—ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্য মৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবনামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি।। কুশোদক—ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে॥ সমস্ত একত্রিত করে গায়ত্রী পাঠ করুন।

পঞ্চগব্য শোধন (ঋগ্বেদীয়)—গোমূত্র ও গোময় সামবেদীয়ের মত। দুগ্ধ—ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সংসৃজ বর্চ্চসা॥ দধি—ওঁ উদ্বুধ্বং সমনসং সখায়ঃ সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রামগ্নিমুষসঞ্চ দেবীমিন্দ্রাবতোঽবসে

নিহ্বয়ে বঃ॥ ঘৃত—ওঁ অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানোঽজস্রো ঘর্ম্মো রবিরস্মিনাম্॥ কুশোদক—ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমুতয়ে (আয়ুষে প্রজায়ৈ)।। সমস্ত এক করে গায়ত্রী পাঠ করে বলুন—ওঁ গায়ত্রেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি, ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি, আনুষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি, জাগত্বেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি, ভূর্ভুবঃ স্বস্তয়ীযতে। এবার বেদীশোধন করে নিন।

বেদীশোধন—ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে, বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যুপ আপ্যায়তাং প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা॥ এই মন্ত্র পাঠ করে শোধিত পঞ্চগব্য দিয়ে বেদীশোধন করুন।

বিতানশোধন—ওঁ উর্দ্ধ উ যু ণ উতয়ে, তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। উর্দ্ধো বাজস্য সবিতা যদঞ্জিভির্ব্বাঘদ্ভির্ব্বিহয়ামহে॥ এবার ঘটস্থাপন করুন।

ঘটস্থাপন সামবেদীয়—ভূমিতে হাত দিয়ে পাঠ করুন, যথা—ওঁ ভূমিরন্তরীক্ষং দ্যৌর্দ্ধা ভূতায়াঃ॥ ধান্য—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিনং পুপবন্তমুক্থিনম্ ইন্দ্র প্রাতর্জ্জুষস্ব নঃ॥ ঘট—ওঁ আবিশন্ কলশং সুতো, বিশ্বা অর্যন্নভিশ্রিয়ঃ ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে॥ জল—ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যুতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু॥ পল্লব—ওঁ অয়মুর্জ্জাবতো বৃক্ষ, উর্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ॥ ফল—ওঁ ইন্দ্র নরো নেমধিতা হবন্তে যৎপার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ॥ শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চ কাম। আ গোমতি

ব্রজে ভজা ত্বং নঃ॥ বস্ত্র—ওঁ যুবা সুবাসা পরিবীত আগাৎ, স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্ত॥ সিন্দুর—ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্নতে॥ পুষ্প—ওঁ পবমানং ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্ব্বাজসা তমঃ। দধৎ শোত্রে সুবীর্য্যম্॥ স্থিরীকরণ—ওঁ ত্বাবতঃ পুরূবসো, বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাম্। ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব॥ হাত জোড় করে পাঠ করুন—ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবিগণৈঃ সহ॥

ঘটস্থাপন যজুর্ব্বেদীয়—ভূমি—ওঁ ভূরসি, ভূমিরস্যদিতিরসি, বিশ্বধায়া, বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং দৃগুংহ, পৃথিবীং মা হিগুংসী॥ ধ্যান্য—ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনহি যজ্ঞং। ধিনুহি যজ্ঞপতিম্ ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্॥ কলশ—ওঁ আ জিঘ্র কলশং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ পুনরুর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব। সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ॥ জল—ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি ওঁ বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থ, বরুণস্য ঋতসদন্যসি, বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ॥ পল্লব—ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম ধনুং শত্রোরপকামং কৃণোতি। ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম॥ ফল—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বগুং হসঃ॥ সিন্দুর—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নুর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ। পুষ্প—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুস্ম ইষাণ সর্ব্বলোকস্ম ইষাণ॥ বস্ত্র—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয়

উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্ত॥ স্থিরীকরণ—ওঁ স্থিরোভব বিড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ॥ হাত জোড় করে পাঠ করুন—ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবিগণৈঃ সহ॥

ঘটস্থাপন ঋগ্‌বেদীয়—ভূমিতে হাত দিয়ে পাঠ করুন—ওঁ উর্ব্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন হুবে দেবানামবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্‌ণাৎ॥ ধ্যান্যে হাত দিয়ে পাঠ করুন—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপুপবন্তমুক্‌থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ। ঘটে হাত দিয়ে—ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম্ কুরু শ্রবণ দদতো মঘানি। দান ইদ্বো মঘবানঃ সো অস্ত্বয়ং চ সোমো হৃদি যঃ বিভর্ম্মি॥ জলে হাত দিয়ে—ওঁ বরুণোস্যত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ। ফলে হাত দিয়ে—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ॥

এরপর যজুর্ব্বেদীয় ঘটস্থাপন রীতি অনুসারে স্থিরীকরণ ইত্যাদি করণীয়। এরপর ঘটের উপর গায়ত্রী পাঠ করবেন। পরে কাণ্ডরোপণ ও সূত্রবেষ্টন মন্ত্র পাঠ করুন।

কাণ্ডরোপণ মন্ত্র—তীরকাঠি স্পর্শ করে—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পরুষঃ পরুষস্পরি। এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ"॥

সূত্রবেষ্টন—সূত্র স্পর্শ করে— "ওঁ সূত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্ম্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তী মা রুহেমা স্বস্তয়ে"॥ এরপর কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে ধ্যান করে মানসপূজা করুন।

ধ্যান—ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ সৃণিভির্যাম্যাসৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্॥ গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতাম্। রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥ ধ্যানের শেষে পুষ্পটি নিজের মাথায় রেখে মানসপূজা করুন।

মানসপূজা—মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিদ্যুৎবর্ণা কুলকুণ্ডলিনীকে চিন্তা করতে করতে আপন হৃৎপদ্মে রত্নসিংহাসনে

ধেনুমুদ্রা

অঙ্কুশমুদ্রা

যোনিমুদ্রা

মৎস্যমুদ্রা

দেবীকে উপবিষ্টরূপে চিন্তা করুন। তারপর কুলকুণ্ডলিনীস্থিত জলকে পাদ্যরূপে, মনকে অর্ঘ্যরূপে, সহস্রদলস্থিত ক্ষরিত সুধাকে আচমনীয়, চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে ও অহিংসাদি নির্মল গুণগুলিকে পুষ্প, প্রাণবায়ুকে ধূপ, তেজকে দীপ, অমৃতময় নৈবেদ্য, সূর্যরূপ দর্পণ, চন্দ্ররূপ ছত্র, আকাশরূপ চামর এবং অনাহতধ্বনিরূপ ঘণ্টা নিবেদন করুন। সবই মানসিক। এরপর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করুন।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন—নিজের বামে ত্রিকোণমণ্ডল এঁকে তার উপর বৃত্ত, তার উপর চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করে তার মধ্যে দেবীর বীজমন্ত্র 'শ্রীং' লিখে তার উপর গন্ধপুষ্প দিয়ে অর্চনা করুন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এইভাবে—ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ॥ এরপরে তার উপর ত্রিপদিকা স্থাপন করে "হুং ফট্" মন্ত্রে শঙ্খ প্রক্ষালন করে ত্রিপদিকার উপরে স্থাপন করে "নমঃ" মন্ত্রে শঙ্খে গন্ধপুষ্প-দূর্ব্বাক্ষতাদি দিয়ে সাজাবেন। এরপর বিলোমমাতৃকা পাঠ করে শঙ্খে কিছু পরিমাণ জল দেবেন। যথা—

ক্ষং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৡং ঌং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং অঃ নমঃ। এরপর (শ্রীং) মন্ত্রে পুনরায় ত্রিভাগ পূরণ করে গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা করুন। যথা, শঙ্খে—এতে গন্ধপুষ্পে "ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ", জলে—"ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ", ত্রিপদিকাতে—"ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা করে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা

জলে তীর্থ আবাহন করে মন্ত্র পাঠ করুন। যথা—ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী। নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি, জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু"॥ এরপর জলে দেবীর ধ্যান করে 'হুং' মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা, 'বৌষট' মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করে জলে দেবতার অর্চনা করে, মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করে শঙ্খজলে (শ্রীং) মূলমন্ত্র দশবার জপ করবেন। এরপর 'বং' মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করে শঙ্খের জল কিঞ্চিৎ কোশায় ঢেলে কুশত্রিপত্রের সাহায্যে সেই জলদ্বারা নিজেকে এবং পূজোপকরণসমূহ অভ্যুক্ষণ করবেন। তারপর পীঠপূজা করবেন।

অবগুণ্ঠনমুদ্রা

গালিনীমুদ্রা

পীঠপূজা—প্রথমে আবাহন করুন—ওঁ পীঠদেবতাঃ ইহাগচ্ছতঃ ইহাগচ্ছতঃ, ইহতিষ্ঠতঃ ইহতিষ্ঠতঃ, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্ণীত। এবার গন্ধপুষ্প দ্বারা ঘটে পূজা করুন। প্রথমে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ

মণ্ডলায় নমঃ" মন্ত্রে সর্বতোভদ্রমণ্ডল বা অষ্টদল পদ্মের উপর গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা করুন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এইক্রমে—ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ কুর্ম্মায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ, অগ্ন্যাদি দিক চারটিতে—ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, বামস্কন্ধে—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, বাম উরুমূলে—ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ডান উরুমূলে—ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, মুখে—ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, বামপাশে—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, নাভিতে—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ডানপাশে—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, মধ্যে—ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ, পূর্বদিকের অষ্টকেশরে—ওঁ বিভুত্যৈ নমঃ, ওঁ উন্নত্যৈ নমঃ, ওঁ কান্ত্যৈ নমঃ, ওঁ সৃষ্ট্যৈ নমঃ, ওঁ কীর্ত্ত্যৈ নমঃ, ওঁ সত্যৈ নমঃ, ওঁ বুদ্ধ্যৈ নমঃ, ওঁ উৎকৃষ্ট্যৈ নমঃ, ওঁ ঋদ্ধ্যৈ নমঃ, ওঁ শ্রীং কমলাসনায় নমঃ। এরপর দেবীকে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করে আবাহন করবেন।

আবাহন—কুর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প নিয়ে লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান করে 'শ্রীং' মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পুষ্পে লক্ষ্মীদেবীর অবস্থান চিন্তা করে ঐ পুষ্প ঘটে দিন। এরপর লক্ষ্মীদেবীর আবাহন করুন, যথা—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ সায়ুধবাহনপরিবার সহিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ। 'হুং' মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা দেখিয়ে 'শ্রীং' মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা ও পরমীকরণ মুদ্রা দেখিয়ে মূলমন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করুন। যথা—শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, শ্রীং শিরসে স্বাহা, শ্রূং শিখায়ৈ বষট্, শ্রৈং কবচায় হুং, শ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, শ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এরপর 'বং' মন্ত্র উচ্চারণ করে ধেনুমুদ্রা দেখিয়ে হাত জোড় করে পাঠ করুন। যথা—ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব। এরপর দেবীর চক্ষুর্দ্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করণীয়।

চক্ষুর্দ্দান—বিল্বপত্রে ঘৃত দিয়ে কাজল প্রস্তুত করে কুশের অগ্রভাগ দিয়ে কাজল প্রথমে দেবীর বামনেত্রে এবং পরে ডাননেত্রে দিয়ে চক্ষুর্দ্দান করুন। (যেমন কাজল পরিয়ে দেওয়া হয়, সেইভাবে)। মন্ত্র, বামনেত্রে—"ওঁ আপ্যায়স্য সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥ ডাননেত্রে—ওঁ চিত্রম্ দেবানামুদ্গাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নে আ প্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগত স্তুষশ্চ॥

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—কুশ ও পুষ্প প্রভৃতি গ্রহণ করে প্রতিমার মাথায় মূলমন্ত্র (শ্রীং) একশত আটবার জপ করুন। তারপর মূলমন্ত্র জপ করে, প্রতিমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত স্পর্শ করে মন্ত্রপাঠ করতে করতে দেবীর হৃদয়ে হাত দিয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যাঃ প্রাণা ইহ প্রাণা॥ ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যাঃ জীব ইহ স্থিত॥ ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি॥ ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যাঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥" পরে লেলিহা মুদ্রা প্রদর্শন করে দেবীর বক্ষ (হৃদয়স্থল) স্পর্শ করে মন্ত্র পাঠ করুন—ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং যজ্ঞং সমিমং দধাতু। বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তামোম প্রতিষ্ঠ॥ ওঁ অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্মৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা॥ ওঁ হংসঃ শুচিষদ্‌বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমং কুচরো গরিষ্ঠা॥ অস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা॥ ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আ সিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ স্বাহা॥ এরপর

গায়ত্রী পাঠ করে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করুন।

গণেশের ধ্যান, যথা—"ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং, প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধ মধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥" ধ্যান শেষ করে আবাহন করুন। তারপর পঞ্চোপচারে পূজা করবেন, যথা—"এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এই মন্ত্রে পূজার পর প্রণাম করবেন, যথা—"ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥" এবার সূর্য্যের পূজা করুন। সূর্য্যের ধ্যান, যথা—"ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়া ভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥" ধ্যান করে আবাহন করুন। পরে 'এষ গন্ধ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ' এইভাবে পঞ্চোপচারে পূজা করে প্রণাম করুন—"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥" এবার বিষ্ণুর পূজা করুন। বিষ্ণুর ধ্যান, যথা—"ওঁ ধ্যেয় সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী হিরন্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥" ধ্যানের পর আবাহন এবং তারপরে "এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা

করে—"ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।" মন্ত্রে প্রণাম করুন। এরপরে শিবপূজা করুন। শিবের ধ্যান, যথা—"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং। রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্॥ পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং। বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥" এবার আবাহন এবং তারপরে "এষ গন্ধঃ ওঁ শিবায় নমঃ" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করে প্রণাম করবেন— "ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ॥" এরপর দুর্গাপূজা, দুর্গার ধ্যান, যথা—"ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং, শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপিকরৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং, ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥" এই মন্ত্রে ধ্যান ও আবাহন করে "এষ গন্ধঃ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ" প্রভৃতি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করে প্রণাম করবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥" এরপর লক্ষ্মী প্রতিমার প্রধান পূজা করুন।

প্রধান পূজা—কূর্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করে পুনরায় প্রতিমার ধ্যান (আগে দেওয়া আছে) করে গন্ধপুষ্প দিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে করতে পূজা করুন এবং যথাযথ উপচারগুলি নিয়মানুসারে অর্চনা করে নিবেদন করুন। যথা, আসন গ্রহণ করে—"বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে আসন শোধন করে—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।" এই মন্ত্রে নারায়ণকে

গন্ধপুষ্প দিবেন। পরে—"এতৎ সম্প্রদানৈ্য(ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।")এই মন্ত্র পাঠ করে—"ওঁ আসনং গৃহ্ণ দেবেশি যৎ কৃতং শোভনং ময়া। সর্ব্বকামফলং দেহি হরিপ্রিয়া নমোঽস্তুতে॥ এতৎ রজতাসনং ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" এই মন্ত্রে প্রতিমাকে নিবেদন করুন। স্বাগত—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী স্বাগতং সুস্বাগতং কুশলং তে। ওঁ স্বাগতাঽনুগৃহীতোঽসি সুখাগতমিদং শুভম্। প্রসন্ন ভব দেবেশি কৃপাং কুরু হরিপ্রিয়ে॥" পাদ্য গ্রহণ করে নিবেদন করুন— "ওঁ পাদ্যং গৃহাণ দেবেশি সর্ব্বদুঃখাপহারকম্। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে বিষ্ণুবল্লভে ॥ এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" অর্ঘ্য গ্রহণ করে—"দুর্ব্বাক্ষতসমাযুক্তং গন্ধপুষ্পং তথাপরম্। শোভনং শঙ্খপাত্রস্থং গৃহাণ দেবি সৌখ্যদে॥ ইদমর্ঘ্যং [যজুর্ব্বেদীয়—এষোঽর্ঘ্যঃ] ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" আচমনীয়—"ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্ব্বপাপহরং শুভম্। গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্॥ ইদমাচমনীয়ং ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" মধুপর্ক—"ওঁ মধুপর্কং মহাদেবী ব্রহ্মাদ্যৈ পরিকল্পিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ বিষ্ণুবল্লভে॥ এষ মধুপর্কঃ ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" পুনরাচমনীয়— "ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্যাঃ স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্যৈ তে পুনরাচমনীয়কম॥ ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" স্নানীয়—"ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরম্। স্নানার্থং তে প্রযচ্ছামি হরিপ্রিয়ে প্রগৃহ্যতাম্॥ ইদং স্নানীয়জলং ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" বস্ত্র— "ওঁ সুশুক্লং পরমং দেবি সুন্দরং সুমনোহরম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা বস্ত্রং তে প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ইদং বস্ত্রং ওঁ শ্রীং

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" রজতাভরণ—"ওঁ দিব্যরত্নসমাযুক্তা বহ্নিভানুসমপ্রভা। গাত্রাণি শোভয়িষ্যন্তি অলঙ্কারাস্তুতে শুভে ॥ ইদং রজতাভরণং ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" গন্ধদ্রব্য—শরীরন্তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ। রক্ষ মাং সর্ব্বতো দেবি গন্ধান্যেতান্ গৃহাণ চ ॥ এষঃ গন্ধঃ ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" পুষ্প—"পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধি দেবনির্ম্মিতম্। হৃদ্যামদ্ভুতমাঘ্রেয়ং গৃহ্যতাং বিষ্ণুবল্লভে॥ ইদং পুষ্পং ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" ধূপ—"ওঁ বনস্পতি রসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতি গৃহ্যতাম্॥ এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" দীপ—"ওঁ অগ্নির্জ্যোতিরবিজ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ। জ্যোতিষামুত্তমাং দেবী দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এষ দীপ ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" নৈবেদ্য—"ওঁ নৈবেদ্যং ঘৃতসংযুক্তং নানারস সমন্বিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ সুরপূজিতে॥ ইদং সোপকরণামান্ননৈবেদ্যং ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" ফলমূলাদি—"ফলমূলানি সর্ব্বাণি গ্রাম্যরণ্যানি যানি চ। নানাবিধ সুগন্ধীনি গৃহ্ণ দেবী যথাসুখম্॥ ইদং ফলমূলনৈবেদ্যং ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" রোচনা—"ওঁ নানাফলসমাযুক্তাং নানাবস্তুসমন্বিতাম্। রচনান্তে প্রযচ্ছামি গৃহাণ পরমেশ্বরি॥ এষাঃ রচনা ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" তাম্বুল—"ওঁ ফল-পত্রসমাযুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এতৎ তাম্বুলং ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" সিন্দুর—"ওঁ সিন্দুরং সুন্দরং দেবী ভূর্ত্তুরায়ু বিবর্দ্ধনম্। ভর্ত্তরত্নাধিকং দিব্যং সিন্দুরং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ইদং সিন্দুরং ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" পুষ্পমাল্য—"ওঁ সূত্রেণ

গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্পসমন্বিতম্। শ্রীযুক্তং লম্বমানঞ্চ গৃহাণ বিষ্ণুবল্লভে ॥ ইদং পুষ্পমাল্যং ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" অন্ন—"ওঁ অন্নং চতুর্বিধং দেবি রস ষড়্ভি সমন্বিতম্। উত্তমং প্রাণদং চৈব গৃহাণ মম ভাবতঃ॥ ইদমন্নং ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" অন্ন নিবেদন করে ধেনুমুদ্রায় অন্নকে অমৃতীকরণ করবার পর পঞ্চগ্রাস মুদ্রা প্রদর্শন করে আচমনীয় অর্থে জল দিয়ে দশবার মূলমন্ত্র (শ্রীং) জপ করুন। তারপর আচমন করে জল প্রদান করুন। এরপর নারিকেল ও চিঁড়া সহ নৈবেদ্য নিবেদন করে—"ওঁ নমস্তে সর্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্ত্বং প্রপন্নানাং সা মে ভুয়াত্বদর্চ্চনাৎ॥ এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দান করুন ও প্রণাম করুন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবী মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে॥" এরপর "ওঁ ইন্দ্র ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" প্রভৃতি মন্ত্রে ইন্দ্রের আবাহন ও ধ্যান করে "ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ" মন্ত্রে সাধ্যমত উপচারে পূজা করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করুন। ধ্যান মন্ত্র, যথা—"ওঁ চতুর্দন্তো গজারূঢ়ো ব্রজপাণি পুরন্দরঃ। শচীপতিশ্চ ধাতব্যো নানাভরণভূষিতঃ॥" পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র, যথা— "ওঁ বিচিত্রৈরাবতাস্থায় ভাস্বৎকুলিশপাণয়ে। পৌলোম্যালিঙ্গিতায় সহস্রাক্ষায় তে নমঃ॥" প্রণাম মন্ত্র, যথা—"ওঁ ইন্দ্রস্তু মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপ মহান্। বজ্রহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥" এরপর "ওঁ ধনকুবেরায় নমঃ" প্রভৃতি মন্ত্রে সম্ভবমত উপচারে কুবেরের পূজার্চনাদি করবেন। ধ্যান, যথা—"ওঁ কুবেরং ধনদং খর্ব্ব দ্বিভূজং পীতবাসসম্। প্রসন্নবদনং দেবং যক্ষগুহ্যক সেবিতম্॥" প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ কুবেরায় নমস্তুভ্যং নিধিপদ্মাধিপায় চ

ভবন্তু ত্বৎপ্রসাদান্মে ধনধান্যাদিসম্পদঃ॥” তারপর আপন আপন বেদানুসারে হোম করুন।

হোম (সামবেদীয়)—চার হাত পরিমাণ স্থান গোবরলিপ্ত করে, সেখানে বালি দিয়ে স্থণ্ডিল প্রস্তুত করুন। নিজে পূর্বমুখে উপবেশন করুন। তারপর ডান হাঁটু পাতিত করে স্থণ্ডিলের উত্তরে পুষ্প ও কুশ সহ একটি জলপাত্র রাখুন। কোশার পিছনের দিকে উত্তরমুখী করে কয়েকগাছি কুশ পেতে যতক্ষণ পর্যন্ত বহ্নিস্থাপন না হয়, ততক্ষণ একটি প্রাদেশপ্রমাণ কুশ বামহাতে নিয়ে হাতটি চিৎভাবে রাখবেন। এবার বারো অঙ্গুলি প্রমাণ একটি কুশ নৈর্ঋতকোণ থেকে পূর্বমুখ করে পাতুন। পরে একুশ অঙ্গুলি পরিমাণ অপর একটি কুশ উত্তরমুখী করে স্থাপন করুন। পরে সাত অঙ্গুলি পরিমাণ একটি কুশ দ্বিতীয় রেখার চার আঙ্গুলের উপরে প্রথমে পাতা বারো অঙ্গুলি কুশের সাথে সংলগ্ন করে উত্তরমুখী করে রাখবেন। তার উত্তরদিকে পূর্বমুখ করে একটি প্রাদেশপ্রমাণ কুশ রাখুন। এবার একটি সাত অঙ্গুলি প্রমাণ কুশের উত্তরদিক থেকে আর একটি সাত অঙ্গুলি প্রমাণ কুশ পাতুন এবং পূর্বমুখী করে প্রাদেশপ্রমাণ আর একটি কুশ রাখুন। অপর একটি সাত অঙ্গুলি প্রমাণ কুশ ঐ কুশের শেষপ্রান্ত থেকে উত্তরমুখী করে পাতুন এবং ঐ কুশের পূর্বমুখে আর একটি প্রাদেশপ্রমাণ কুশ রাখুন।

এইভাবে কুশ সাজালে রেখা টানার সুবিধা হয়। এ ছাড়া কুশ না সাজিয়ে একেবারে কুশ দিয়ে রেখা টানলেও চলে। রেখাকরণ মন্ত্র, যথা—“ওঁ রেখেয়ং পৃথ্বির্দেবতাকা পীতবর্ণা।” এই মন্ত্রে বারো অঙ্গুলি পূর্বমুখী রেখা টানুন—“ওঁ রেখেয়ং অগ্নির্দেবতাকা

লোহিতবর্ণা॥” এই মন্ত্রে ঐ পূর্বমুখী রেখার মূলদেশ থেকে একুশ অঙ্গুলি পরিমিত উত্তরমুখী রেখা টানুন। এবার বারো অঙ্গুলি রেখা থেকে সাত অঙ্গুলি দূরে প্রাদেশপ্রমাণ পূর্বাভিমুখী রেখা টানুন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ রেখেয়ং প্রজাপতির্দেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা॥” এবার এই রেখা থেকে সাত অঙ্গুলি দূরে প্রাদেশপ্রমাণ পূর্বাভিমুখী রেখা টানুন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা॥” এরপর অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির সাহায্যে ঐ পাঁচটি রেখার মূলদেশ থেকে কিছু বালি নিয়ে—“প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপছন্দোঽগ্নির্দেবতা উৎকর নিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্ত পরাবসুঃ॥” মন্ত্র পাঠ করে কনিষ্ঠার অগ্রভাগ থেকে কনুই পর্যন্ত মাপের দূরত্বে ঈশানকোণে ফেলে, জল দিয়ে রেখাগুলিকে অভ্যুক্ষণ করুন। এরপর শুদ্ধ অগ্নি গ্রহণ করে মন্ত্র পাঠ করুন। মন্ত্র, যথা—“প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দেহগ্নির্দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ॥” এরপর ঐ অগ্নির কিছু অংশ নৈর্ঋতকোণে ত্যাগ করে অবশিষ্ট অগ্নি নিয়ে মন্ত্র পাঠ করতে করতে স্থণ্ডিলের উপর দক্ষিণাবর্তে ঘুরিয়ে স্থণ্ডিলের তৃতীয় রেখার উপরে নিজাভিমুখ করে স্থাপন করুন। মন্ত্র, যথা—“প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীছন্দো প্রজাপতির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ভূর্ভুবঃ স্বরোম্॥” এবার কুশের উপরে রাখা বাম হাত তুলে নেবেন। তারপর হাত জোড় করে মন্ত্র পাঠ করুন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্ত সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥” এবার প্রাদেশপ্রমাণ কুশ ঘৃতে ডুবিয়ে অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিবেন। তারপর ব্রহ্মাস্থাপন করুন। আগে যে কুশ ও পুষ্পের সাথে জলপাত্র রাখা হয়েছে,

সেই জলে স্থণ্ডিলের পূর্বদিক থেকে দক্ষিণে জলধারা দিয়ে স্থণ্ডিল থেকে অরত্নি (কনুই থেকে অনামার মূলপর্ব) পরিমাণ দূরে কয়েকটি সাগ্রকুশ বিছিয়ে ব্রহ্মার আসন তৈরী করুন। যদি বরণীয় ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হন, তবে তিনি আসনের পূর্বদিকে দাঁড়িয়ে বাম হাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দিয়ে বিছানো কুশাসন থেকে একটি কুশ নিয়ে মন্ত্র পাঠ করবেন। যদি কোনও ব্রাহ্মণ ব্রহ্মারূপে বৃত না হন, তবে নারায়ণ শিলাকে ব্রহ্মারূপে কল্পনা করে হোতৃ ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করবেন। মন্ত্র, যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।" এরপর কুশটি পশ্চিমকোণে ফেলে দিয়ে ডানহাত দিয়ে জলস্পর্শ করে বাম পায়ের উপরে ডান পা রেখে উত্তরমুখে আগে থেকে তৈরী ঐ আসন অভ্যুক্ষণ করে মন্ত্র পাঠ করুন। মন্ত্র, যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ আবসোঃ সদনে সীদ।" (প্রতিবচন) "ওঁ সীদামি।" (নারায়ণ শিলার ক্ষেত্রে ব্রহ্মার প্রতিবচন হোতাই বলবেন)। তারপর উত্তরমুখে ব্রহ্মাস্থাপন করে কয়েকটি কুশ হোতা অমন্ত্রক ব্রহ্মাকে দিয়ে পুনরায় জলধারা অভ্যুক্ষণ করবেন। পরে কুশ ও পুষ্প দিয়ে ব্রহ্মার পূজা করুন। যথা—"এতৎ কুশপত্রম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" তারপর হোতা পূর্বমুখে বসে অযজ্ঞীয় ভাষণের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মন্ত্র পাঠ করুন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অযজ্ঞীয়বাগ্বচননিমিত্ত জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংসুলে॥" এবার ডান হাঁটু পাতিত করে ডান হাত নীচু দিকে রেখে তার উপর বিপরীতভাবে বাম হাত নিম্নাভিমুখে রেখে ভূমিজপ মন্ত্র পাঠ করুন। মন্ত্র, যথা—

"পরমেষ্ঠিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং ভূমের্ভজামহং ওঁ ইদং ভদ্রং সুমঙ্গলম্। পরাসপত্নান্ বাধস্বান্যেষাং বিন্দতে বসু॥" এবার ডান হাত দিয়ে কয়েকটি কুশ নিয়ে অগ্নির উত্তর থেকে দক্ষিণে দক্ষিণাবর্তে তৃণাদিমার্জন এবং শোধন মন্ত্র পাঠ করুন। মন্ত্র, যথা—"কুৎসঋষির্জগতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা পৃষ্ঠস্য ষড়হস্য অগ্নেঃঋনি অগ্নিমারুতে শস্ত্রে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সম্মহেমা মনীষয়া। ভদ্রাহি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ন্তব। ওঁ ইমং ভরামেধ্মং কৃণবামাহবীংষিতে চিদয়ন্তঃ পর্বণা পর্বণা বয়ম্: জীবাতবে প্রতরাঃ সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ন্তব। ওঁ শকেমত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্ ত্বমাদিত্যা আবহতান্ হ্যশ্ম, স্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ন্তব।" এরপর কুশগুলি ঈশানকোণে ফেলে দিয়ে প্রাদেশপ্রমাণ সাগ্রকুশ নিয়ে পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে তিনটি কুশ, তার নিচে তিনটি কুশ পূর্বমুখে রেখে কুশের মূলদেশে কুশ দিয়ে আবরণ দিবেন। এবার অগ্নিকোণ থেকে নৈঋতকোণ পর্যন্ত পূর্বমুখী পনেরটি কুশ রাখুন। নৈঋতকোণের উত্তরদিকে নীচুতে আরও তিনটি কুশ রাখুন। এবার উত্তরদিকে ঈশানকোণের কুশের মূলগুলি কুশ দিয়ে আবরিত করে নিম্নদিকে বায়ুকোণ পর্যন্ত সাগ্রকুশ সাজান। এবার পূর্ব্বদিক থেকে দশদিকে আতপ চাল নিক্ষেপ করুন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ যমায় স্বাহা, ওঁ নৈঋতায় স্বাহা, ওঁ বরুণায় স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা, ওঁ ঈশানায় স্বাহা, ওঁ কুবেরায় স্বাহা, ওঁ অনন্তায় স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা॥" এবার কুড়িটি যজ্ঞডম্বুর কিংবা পলাশ, (না পেলে খদির কাঠের সমিধ) একসঙ্গে নিয়ে ঘৃতাক্ত করে দণ্ডায়মান

অবস্থায় প্রজাপতি দেবতাকে চিন্তা করে অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিবেন। তারপর দুটি সাগ্রকুশ নিয়ে অপর একটি কুশ দিয়ে পবিত্র বন্ধন করে প্রাদেশপ্রমাণ মেপে নখ ছাড়া ছেদন করুন। মন্ত্র, যথা—"প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্র মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ॥" এবার এই পবিত্রটি বামহাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ধারণ করে জল দিয়ে অভ্যুক্ষণ করে ঘৃতপাত্রে রাখুন। তাতে হোমের ঘি ঢেলে পাত্রের উপর ডান হাত নীচু দিকে করে রেখে বাম হাতটি ডান হাতের নিম্নভাগে দিয়ে নতমুখে ডান হাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে পবিত্রের অগ্রদেশ ও বাম হাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে মূলদেশ ধরে মন্ত্রপাঠ করুন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আজ্যং দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ। সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা॥" এবার ঐ পবিত্রের মধ্যভাগ দিয়ে ঘৃত আলোড়ন করে তার দ্বারাই অগ্নিতে অমন্ত্রক ঘৃত আহুতি দিন। এবার শুধুমাত্র বাম হাতের অনামিকা ও কনিষ্ঠা দিয়ে পবিত্র ধারণ করে জল দিয়ে অভ্যুক্ষণ করে অমন্ত্রক অগ্নিতে দিন। এবার ঘৃত পাত্রের তলদেশ অভ্যুক্ষণ করে সংস্কার করে নিন। স্রুক, স্রুব ইত্যাদিও ঐভাবে সংস্কার করুন। এবার দক্ষিণ হাঁটু পাতিত করে বাম হাঁটু উন্নত করে অগ্নির চারিদিকে জলাঞ্জলি দিন। নৈর্ঋতকোণ থেকে অগ্নিকোণ পর্যন্ত—"প্রজাপতির্ঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে অনুমন্যস্ব॥" নৈর্ঋতকোণ থেকে বায়ুকোণ পর্যন্ত—"প্রজাপতির্ঋষিরনুমতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। "ওঁ অনুমতেঽনুমন্যস্ব॥" বায়ুকোণ থেকে ঈশানকোণ পর্যন্ত—

"প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতিদেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যনুমন্যস্ব॥" এবার জলাঞ্জলি নিয়ে জলধারা দিয়ে অগ্নিবেষ্টন করুন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সবিতাদেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ দেব সবিতঃ প্রসূব যজ্ঞং প্রসূব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচন্নঃ স্বদতু॥" এবার দক্ষিণ হাঁটু তুলে হাত জোড় করে মন্ত্র পাঠ করুন। মন্ত্র, যথা—"তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ধৃতিশ্চ সত্বঞ্চ বাক্ চ মনশ্চ আত্মা চ ব্রহ্মা চ তানি প্রপদ্যেতানি মামবন্তু॥" এবারে কুশ, পুষ্প, ফল নিয়ে ডান হাতের নিচে বাম হাত রেখে বিরূপাক্ষ জপ করুন। মন্ত্র, যথা—"পরমেষ্ঠির্ঋষি রুদ্ররূপোঽগ্নির্দেবতা বিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ মহান্তমানং প্রপদ্যে, বিরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জিস্তস্য তে শয্যাপর্ণে গৃহান্তরীক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং তদ্দেবানাং হৃদয়ান্যয়স্ময়ে কুম্ভেঽন্তঃ সন্নিহিতানি বলভৃচ্চ তানি বলভৃগু রক্ষতোঽপ্রমণী অনিমিষতঃ তৎ সত্যং যত্তে দ্বাদশ পুত্রাস্তে ত্বা সংবৎসরে সংবৎসরে কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা পুনর্ব্রহ্মচর্য্য মুপযতি ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোঽস্যহং মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণোবৈ ব্রাহ্মণমুপধাবত্যুপধাবামি, জপন্তং মা মা প্রজাপতির্জ্জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহোষীঃ কুর্ব্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষীস্তাং প্রপদ্যে। ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি। তন্মে রাধ্যতাং, তন্মে সমৃধ্যতাম্, তন্মে উপপদ্যতাম্, সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মানুজানাতু তুথো মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোঽনুজানাতু, শ্বাত্রো মা প্রচেতা মৈত্রাবরুণোঽনুজানাতু। তস্মৈ বিরুপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়েঃ সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে তুথায় বিশ্ববেদসে শ্বাত্রায় প্রচেতসে সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ॥" এবার কুশটি ঈশানকোণে ফেলে দিয়ে পুষ্প ও ফলাদি ব্রহ্মাকে অর্পণ করুন।

এবার প্রকৃত কর্ম করতে হবে।

প্রকৃত কর্ম—কর্মের আগে সংকল্প করুন। যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুকদেবশর্ম্মণঃ বা দাস সঙ্কল্পিত) শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রীতিকামঃ শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীদেবীপূজাকর্ম্মাঙ্গভূত হোমকর্ম্মণি ওঁ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন ইয়ৎ সংখ্যক (এখানে হোমের সংখ্যা উল্লেখ করুন) সাজ্যবিল্বপত্রৈর্হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)॥" এরপর "ওঁ অগ্নে ত্বং বলদ নামাসি" মন্ত্রে অগ্নির "বলদ" নামকরণ করে ধ্যান করুন, যথা—ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥" ধ্যানান্তে—"ওঁ বলদাগ্নে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক "এষ গন্ধঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, ইদম্ আজ্যনৈবেদ্যম্ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ" মন্ত্রে পূজা করুন। এবারে অগ্নির পশ্চিমদিকে আজ্যপাত্র রেখে তাতে তিলমিশ্রিত করে একটি প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ অগ্নিতে অমন্ত্রক আহুতি দেবেন। এবার মহাব্যাহৃতি হোম করবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিকচ্ছন্দঃ বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ এই মন্ত্রে মহাব্যাহৃতি হোম শেষে সঙ্কল্পিত বিল্বপত্রের অর্চনা করুন।

যথা—"বং এতেভ্যঃ সাজ্যবিল্বপত্রেভ্যো নমঃ।" (তিনবার এই মন্ত্রে কুশোদক দেবেন)। একটি গন্ধপুষ্প নিয়ে—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদান্যৈ ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ॥" এইভাবে অর্চনা করে—"ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ স্বাহা" মন্ত্রে এক একটি ঘৃতাক্ত বেলপাতা দিয়ে হোম করবেন। শেষে আবার মহাব্যাহৃতি হোম করে একটি প্রাদেশপ্রমাণ কুশ ঘৃতাক্ত করে অমন্ত্রক আহুতি দিন। তারপর উদীচ্য কর্ম করুন।

উদীচ্য কর্ম—প্রথমে প্রায়শ্চিত্তের জন্য সঙ্কল্প করুন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ হোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে।" এবার অগ্নির নামকরণ করুন। যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি।" এবার আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রায় আবাহন করুন। যথা—"ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গহাণ"। এবার কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে ধ্যান করুন। যথা—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থ সাক্ষসূত্রোগ্নিঃ সপ্তার্চ্চি শক্তিধারকঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ।" এইভাবে—"এতৎ পুষ্পম্, এষ ধুপঃ, এষ দীপ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে স্বাহা।" মন্ত্রাদির দ্বারা অগ্নির পঞ্চোপচারে পূজা করে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি

দেবেন। পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করে প্রায়শ্চিত্ত হোম করুন। মন্ত্র, যথা—"প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহিনো অগ্ন এনসে স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষির্বিশ্ববেদা দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগ। ওঁ পাহিনো বিশ্ববেদসে স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষির্বিভাবসুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞং পাহি বিভাবসো স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষিঃ শতক্রতুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সর্ব্বং পাহি শতক্রতু স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নো অগ্ন একয়া, পাহ্যুত দ্বিতীয়য়া॥ পাহ্যুর্জ্জং তৃতীয়য়া পাহি গীর্ভিশ্চতসৃভিহর্ব্বসো স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুনরুর্জ্জানিবর্ত্তস্ব, পুনরগ্নইযায়ুযা পুনর্ণঃ পাহ্যং হসঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সহরর্য্যা নিবর্ত্তস্বাগ্নেপিন্বস্বধারয়া। বিশ্বপ্স্ন্যা বিশ্বতস্পরি স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ অগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। অনাজ্ঞাতং যদা জ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথু। অগ্নেতদস্য কল্পয়ঃ, ত্বং হি বেত্থ যথাযথং স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে নত্বদেবতা নন্যো-বিশ্বাজাতানি পরিতাবভুব। তৎ কামাস্তে জুহুম স্তন্নে অস্তু, বয়ং স্যামপতয়ে রয়ীণাং স্বাহা॥" এরপর মহাব্যাহৃতি হোম করে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়ে নবগ্রহ হোম করুন।

নবগ্রহ হোম—রবি—"ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্তঞ্চ। হিরণ্ময়েন সবিতা রথেন দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যান্ স্বাহা॥" চন্দ্র— "ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা॥" মঙ্গল—"ওঁ অগ্নি মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্ অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা॥" বুধ—"ওঁ অগ্নে বিবস্বদুযসশ্চিত্রঃ বাধো অমর্ত্য। আদাশুযে জাতবেদো মহাত্বমদ্যা দেবাং উযর্বুধঃ স্বাহা॥" বৃহস্পতি—"বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঃ অপধাবমানঃ, প্রভঞ্জনং সেনাঃ প্রমৃনো যুধা, জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাং স্বাহা॥" শুক্র—"ওঁ শুক্রন্তেহন্যদ্ যজ্ঞতন্তেহন্যদ্ বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া স্বধাবন্, ভদ্রা তে পুযন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা॥" শনি—"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভিস্রবন্তু নঃ স্বাহা॥" রাহু—"ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা, ওঁ কয়া শচিষ্টয়া বৃতা স্বাহা॥" কেতু—"কেতুঃ কৃণ্বন্নকেতবে পেশোমর্য্যা অপেশসে। সমুযদ্ভিরজায়থা স্বাহা॥" এরপর ইন্দ্রাদি দিকপালের হোম করুন।

দিক্‌পাল হোম—ইন্দ্র—"ওঁ ত্রাতামিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্। হ্বয়ামি শুক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং স্বস্তি নো মঘবা বেত্বিন্দ্রঃ স্বাহা॥" অগ্নি—"ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং স্বাহা।" যম—"ওঁ নাকে সুপর্ণমুপ যা পতয়ন্তঃ হৃদা। বেনন্তোহভ্যচক্ষত হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যং স্বাহা॥" নৈঋত—"ওঁ নিঋতীনাং বজ্রহস্তং

পরিবৃজম্। অহরহং শুন্ধ্যু পরিদদামিব স্বাহা॥" বরুণ—"ওঁ আনো মিত্রা বরুণা ঘৃতৈর্গব্যুতি মুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু স্বাহা॥" বায়ু—"ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োবভু নো হৃদে। প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ স্বাহা॥" কুবের—"ওঁ ক্বেয়থ ক্বেদসি পুরুত্রা নিদ্ধিতে মনঃ। অলর্ষিবুধ্ন খজকৃৎ পুরন্দর প্রগায়াত্রা অগাসিষুঃ স্বাহা॥" ঈশান—"ওঁ অভি ত্বা শূঃ নোনুমো অদুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বদৃশমীনমিন্দ্রতস্থূষঃ স্বাহা॥" ব্রহ্মা—"যজতানাঃ প্রথম পুরস্তাদ বিসীমিতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বধ্ন্যা উপমা অস্যবিষ্ঠাং সতশ্চ যোনি মসতশ্চবিবঃ স্বাহা॥" অনন্ত—"ওঁ সবর্যনীধৃতং মঘবান মুকথ্যামিন্দ্রং গিরো বৃহভীরভ্যনুষত॥ বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভিরমর্ত্যং জ্বরমানং দিবে দিবে স্বাহা॥" এই হোমের পর প্রত্যক্ষ দেবতাদের হোম করবেন।

প্রত্যক্ষ দেবতার হোম—যজ্ঞডুমুর সমিধ দিয়ে নারায়ণের হোম করুন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্ সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে॥" এরপর—"ওঁ গণেশায় স্বাহা, ওঁ শিবায় স্বাহা, ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা, ওঁ কুবেরায় স্বাহা, ওঁ শীতলায়ৈ স্বাহা, ওঁ মনসায়ৈ স্বাহা, ওঁ গঙ্গায়ৈ স্বাহা, ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো স্বাহা, ওঁ গ্রাম্যস্থ দেবদেবীভ্যো স্বাহা॥"

প্রত্যক্ষ দেবতার হোমের পর পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ অগ্নিতে দিয়ে ডান হাঁটু পাতিত করে এক এক অঞ্জলি জল নিয়ে অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করুন। মন্ত্র, যথা—"প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ দেব সবিতঃ প্রসূব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপুঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচন্নঃ স্বদতু॥" আবার এক অঞ্জলি জল নিয়ে স্থণ্ডিলের দক্ষিণে পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে জলধারা দিন। মন্ত্র, যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে অন্বমংস্থাঃ॥" পুনরায় জল নিয়ে স্থণ্ডিলের পশ্চিমে দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে জলধারা দিন। মন্ত্র, যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অন্বমংস্থাঃ॥" পুনরায় জল নিয়ে স্থণ্ডিলের উত্তরে পশ্চিমকোণ থেকে পূর্বে জলধারা দিন। মন্ত্র, যথা—"প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যন্বমংস্থাঃ॥" এবার চিৎভাবে হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ করে প্রাদেশপ্রমাণ কতকগুলি কুশ নিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করে কুশগুলির অগ্র, মধ্য ও মূল ঘৃতাক্ত করুন। মন্ত্র, যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্বায়োর্দেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্তং রিহানা ব্যন্তু বয়।" (তিনবার মন্ত্রটি বলুন ও কুশগুলি তিনবার ঘৃতাক্ত করুন)। পরে জল নিয়ে অভ্যুক্ষণ করে দর্ভজুটিকা হোমের মন্ত্র পাঠ করে আহুতি দিন। মন্ত্র, যথা—"প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো রুদ্রোদেবতা দর্ভজুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যঃ পশূনামধিপতি রুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা পশূনস্মাকং মা হিংসীরেতদস্তু বৃতং তব স্বাহা॥" এবার 'মৃড়' নামক অগ্নির আবাহন করে পূর্ণাহুতি দিন। মন্ত্র, যথা—ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি। মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং

গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহন করে পঞ্চোপচারে পূজা করুন। মন্ত্র, যথা— "এষ গন্ধঃ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যং ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে স্বাহা॥" এবার ফল-পুষ্প-তাম্বুল ও বস্ত্রখণ্ড সহ ঘৃত নিয়ে (যাঁর নামে সঙ্কল্প হয়েছে, তাঁকে নিয়ে) উঠে দাঁড়িয়ে শাঁখ-ঘণ্টা ইত্যাদি বাদ্যসহকারে মন্ত্র পাঠ করে আহুতি দিন। মন্ত্র, যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্বিরাড়গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রদেবতা যশস্কামস্য যজনীয় প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি, যোঽস্মৈ দদাতি, বরং বৃণে যশসা ভামি লোকে স্বাহা॥" এবার পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করুন। বামহাতে পূর্ণপাত্র ধরে—"বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ।" (তিনবার বলুন ও তিনবার কুশ-ত্রিপত্র দিয়ে জলের ছিটা দিন)। এইভাবে শোধন করে একটি পুষ্প নিয়ে— "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ" বলে একটি ফুল দিন। আবার একটি ফুল নিয়ে— "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" বলে উৎসর্গবাক্য পাঠ করে উৎসর্গ করুন। মন্ত্র, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ হোমকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অর্চিতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রহ্মণেঽহং সম্প্রদদে।" এই মন্ত্রে পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করে হাত জোড় করে মন্ত্র পাঠ করুন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ চতুর্ব্বদনসম্মস্থ চতুর্ব্বেদকুটুম্বিনে।

দ্বিজানুষ্ঠেয়সৎকর্ম্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥" "ওঁ ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবকঃ। হব্যং বহতু দেবানামতঃ শান্তি প্রযচ্ছ মে॥ ওঁ পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশন। সাক্ষী ত্বং পুণ্যাপাপানাং ধনঞ্জয় নমোঽস্তুতে॥" মন্ত্রে প্রণাম করে কুশ-ত্রিপত্র দিয়ে জলধারা দিয়ে— "ওঁ ব্রহ্মণ ক্ষমস্ব" মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জন করুন। এরপর ঈশানকোণের ভস্ম নিয়ে মন্ত্র পাঠ করে যথাস্থানে তিলক নেবেন। ললাটে— "ওঁ কশ্যপস্য ত্রায়ুযম্।" কণ্ঠে— "ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুযম্।" বাহুমূলে—"ওঁ যদ্দেবানাস্ত্র্যায়ুযম্।" হৃদয়ে— "ওঁ তন্মেঽস্তুত্র্যায়ুযম্।" তিলক ধারণের পর কিছু জল নিয়ে পাঠ করুন—"ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ।" এই মন্ত্রে স্থণ্ডিলে জল দিন। এরপর দুধ বা দই নিয়ে—"ওঁ পৃথ্বী ত্বং শীতলা ভব" মন্ত্রে স্থণ্ডিলের ঈশানকোণে দিন। এরপর দক্ষিণান্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি পর পর করুন।

দক্ষিণান্ত—যথাবিধি দক্ষিণার অর্চনা করে—"বিষ্ণুরো তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীকোজাগরীলক্ষ্মীপূজা প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং রৌপ্যখণ্ডং (হরীতকী ফলং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অর্চিতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে (অপরের হলে—দদানি)॥" এরপর ডানহাতে একগণ্ডুষ জল নিয়ে পাঠ করুন। যথা—"ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজাকর্ম্মাঙ্গীভূতহোমকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। (প্রতিবচন) ওঁ অস্তু॥" এরপর বৈগুণ্য সমাধান করুন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা

কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজাকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোর্নামস্মরণমহং করিষ্যে।” এরপর “ওঁ বিষ্ণুঃ” মন্ত্র দশবার জপ করে অচ্ছিদ্রাবধারণ করুন। এরপর ভগবৎ প্রণাম করুন। যথা— “ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥”

হোম (যজুর্ব্বেদীয়)—প্রথমে বালি দিয়ে একহাত লম্বা ও একহাত চওড়া হোমের স্থণ্ডিল প্রস্তুত করে গোবর ইত্যাদি দিয়ে শুদ্ধ করে তিনবার কুশের জল দিয়ে মার্জনা করুন। তারপর স্থণ্ডিলে পূর্বাগ্র তিনটি প্রাদেশপ্রমাণ কুশ স্থাপন করে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দিয়ে তিনবার বালি তুলে আবার ত্যাগ করুন। এরপর কাঁসার পাত্রে অগ্নি নিয়ে এবং ঐ অগ্নি থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করে— “ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।” মন্ত্র পাঠ করে দক্ষিণদিকে ত্যাগ করুন। তারপর স্থণ্ডিলের উপর মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে নিজের দিকে মুখ করে অগ্নি স্থাপন করুন। মন্ত্র, যথা— “ওঁ ইহৈবায় মিতরো জাতবেদা হব্যং বহতু প্রজানন্।” হাত জোড় করে—“ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীত সর্ব্বকর্ম্মসু॥” তারপর অগ্নির দক্ষিণে কয়েকটি পূর্বাগ্র কুশ পেতে ব্রহ্মার আসন প্রতিষ্ঠা করুন এবং ব্রহ্মাকে বরণ করুন। যথা—“বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীশ্রীকোজাগরীলক্ষ্মীপূজাকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং ব্রহ্মত্ত্বেণ ভবন্তমহং বৃণে।” ব্রহ্মা বলবেন—“ওঁ বৃতোঽস্মি।” কর্ত্তা বলবেন—

“যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু।” ব্রহ্মা —“ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।” যদি বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হন, তবে নারায়ণ শিলাকেই ব্রহ্মরূপে কল্পনা করুন এবং— “ওঁ অহৈদৈধি যব্যোদতস্তিষ্ঠান্যস্য সদনে সীদঃ, যোঽস্মৎপাকতরঃ।” এই মন্ত্রে নারায়ণ শিলাকে আগের তৈরি আসনে স্থাপন করে ঐ আসন থেকে একগাছি কুশ বাম হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দিয়ে গ্রহণ করুন। যথা—“ওঁ নিরস্তঃ পাপ্মাসহ তেন বয়ং দিষ্মঃ।” এবার নিম্নলিখিত মন্ত্রে দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে মন্ত্রপাঠ করতে করতে নিক্ষেপ করুন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে সীদামি, প্রসূতো দেবেন সবিতা, তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি তদ্বায়বে, তৎপৃথিব্যৈ।” এরপর অগ্নির উত্তরদিকে প্রণীতাপাত্র প্রতিষ্ঠা করে অচ্ছিন্ন কুশ দিয়ে অগ্নির ঈশানকোণ থেকে দক্ষিণাবর্ত্তে কুশ বিস্তৃত করে অগ্নির উত্তরদিকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সজ্জিত করুন। দ্রব্য, যথা—পবিত্রচ্ছেদনার্থ তিনটি কুশপত্র, দুটি পবিত্র, প্রোক্ষণীপাত্র, তিনগাছা সম্মার্জ্জন কুশ, তিনগাছা উপমার্জ্জন কুশ, প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি সমিধ, স্রুব, ঘৃত, আতপ চাল, পূর্ণপাত্র ইত্যাদি। এইগুলি যথাযথ স্থাপন করে পবিত্রচ্ছেদনার্থ প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি কুশ—“ওঁ পবিত্রেস্থৌ বৈষ্ণব্যৌ” মন্ত্রে নখব্যতীত ছেদন করে—“ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ” মন্ত্রে কোশার জলে অভ্যুক্ষণ করে, ঐ পাত্রে স্থাপন করে প্রণীতাপাত্রের সামান্য জল দিয়ে বামহাতের উপর প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করে, সামান্যার্ঘ্যের জল দিয়ে প্রোক্ষণীপাত্র ও সমস্ত দ্রব্য অভ্যুক্ষণ করে প্রণীতাপাত্রের নিকট প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করুন। এরপর স্রুব গ্রহণ করে অগ্নিতে নীচু মুখে উত্তপ্ত করে সম্মার্জ্জন করে ঐ কুশ ত্যাগ করে, পবিত্র গ্রহণ করে পাত্র থেকে কিছু ঘৃত নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করুন। যথা—

"ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসূব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।" এরপর আগের প্রাদেশপ্রমাণ কুশ নিয়ে প্রোক্ষণীপাত্রে রেখে ঐ পাত্র থেকে পবিত্র জল নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করুন এবং সম্মুখীকরণ করুন। যথা—"ওঁ এষো হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্বাং পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভেঽন্তঃ স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্‌জনাস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ॥" এরপর ঘৃত দিয়ে হোম করুন। যথা—বায়ুকোণ থেকে অগ্নিকোণ পর্যন্ত—"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে।" নৈর্ঋতকোণ থেকে ঈশানকোণ পর্যন্ত—"ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ইদমিন্দ্রায়।" অগ্নির উত্তরকোণে পশ্চিম থেকে পূর্বকোণ পর্যন্ত—"ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে।" অগ্নির দক্ষিণকোণে পশ্চিম থেকে পূর্বকোণ পর্যন্ত—"ওঁ সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়।" প্রত্যেকটি আহুতি শেষ করে স্রুবলগ্ন ঘৃত অগ্নির উত্তরকোণে রক্ষিত পাত্রে রক্ষা করুন। এরপর প্রকৃত কর্ম করবেন।

প্রকৃত কর্ম—প্রথমে সঙ্কল্প করুন। মন্ত্র, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে পৌর্ণমাস্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রীতিকামঃ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজাঙ্গীভূতহোককর্ম্মণি ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ স্বাহেতি মন্ত্রেন অষ্টোত্তর শত সংখ্যক বা অষ্টাবিংশতি সংখ্যক (দুই প্রকারের মধ্যে যতগুলি বিল্বপত্রে হোম করবেন, সেই সংখ্যা উল্লেখ করবেন।) সাজ্যবিল্বপত্রৈর্হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।"

এরপর 'বলদ' নামক অগ্নির নামকরণ করুন—"ওঁ অগ্নে ত্বং বলদনামাসি।" এরপর পুষ্প নিয়ে ধ্যান করুন—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু

কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ॥ ওঁ বলদনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥" এই মন্ত্রে আবাহন করে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা করুন। যথা—"এষ গন্ধঃ ওঁ বলদনামগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বলদনামাগ্নয়ে নমঃ, এষঃ দীপঃ ওঁ বলদনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ বলদনামাগ্নয়ে স্বাহা।" এরপর সমিধের অর্চনা করুন। যথা—"এতাভ্যঃ সাজ্যবিল্বপত্রসমিদ্ভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদক দিয়ে অভ্যুক্ষণ করে—"এতে গন্ধপুষ্পে এতাভ্যঃ সাজ্যবিল্বপত্রসমিদ্ভ্যো নমঃ, এতদধিপতয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরায় নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।" এইভাবে অর্চনা করে এক একটি বিল্বপত্র (মোট একশত আটটি অথবা যতগুলি সঙ্কল্প করা হবে) ততগুলি বিল্বপত্র ঘৃতাক্ত করে চিৎভাবে আহুতি দিন। প্রতিবারের মন্ত্র, যথা—"ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ স্বাহা।"

এরপর ঘৃত দিয়ে হোম করুন। মন্ত্র, যথা— "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ইদমিন্দ্রায়। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। ওঁ সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়।"

উদীচ্য কর্ম—প্রথমে ঘৃত দিয়ে মহাব্যাহৃতিহোম করুন। যথা—"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদং ভূঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং ভুবঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং স্বঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা, ইদং ভূর্ভুবঃ স্বঃ॥" এরপর প্রায়শ্চিত্ত হোমের সঙ্কল্প করুন। যথা— "বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ হোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং

তদ্দোষপ্রশমনায় তন্নো অগ্নে ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভির্ম্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে।" এরপরে 'বিধু' নামক অগ্নির নামকরণ ও আবাহন করে প্রায়শ্চিত্ত হোম করুন, যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করে— "ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ" মন্ত্রে আবাহন করে, ধ্যান করে পূজা করুন। যথা—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ॥ এষ গন্ধঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধুপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে স্বাহা।" এরপর পাঁচটি মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত হোম করুন, যথা—(১) "ত্বন্ন ইত্যস্য "বামদেবর্ষিরনুষ্টুপছন্দোঽগ্নিবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেড়ো অব যাসিসীষ্ঠাঃ যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বান্দেবান্ প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা॥ ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্॥" (২) "বামদেবর্ষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নিবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বন্নোঽগ্নেঽবমো ভবোতী, নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ। অব যক্ষ নো বরুণগুঁ বরণো, ব্রীহি মৃড়ীকগুঁ সুহবো নো এধি স্বাহা॥ ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্॥" (৩) "ওঁ প্রজাপতির্ঋষিবৃহতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়শ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্ত্বময়া অসি। অয়া নো যজ্ঞং বহাস্যয়া নো ধেহি ভেষজগুঁ স্বাহা॥ ইদমগ্নয়ে"॥ (৪) "শুনঃশেফর্ষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোবরুণাদয়ো দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নোঽদ্য সবিতোত

বিষ্ণুর্বিশ্বে মঞ্চন্ত মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা॥ ইদং বরুণায় সবিত্রে, বিষ্ণবে, বিশ্বেভ্যো, দেবেভ্যো, মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ॥" (৫) "শুনঃশেফর্ষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বরুণাদয়োদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমগুঁ শ্রথায়। অথা বয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসোঽদিতয়েস্যাম স্বাহা॥ ইদং বরুণায়॥" এইবার নবগ্রহ হোম করুন।

নবগ্রহ হোম—রবি— "ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্ মৃতং মর্ত্তঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা॥ ইদং রবিগ্রহায়॥" সোম—"ওঁ ইমং দেবা অপসপত্নগুঁ সুবধ্বং, মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যেষ্ঠায়, মহতে জ্ঞানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইমমমুষ্যপুত্রমমুষ্যৈ পুত্রমস্যৈ বিশ, এষ বোঽমী রাজা সোমোঽস্মাকং ব্রহ্মাণানাগুঁ স্বাহা॥ ইদং সোমগ্রহায়॥" মঙ্গল—"ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা। ইদং মঙ্গলগ্রহায়॥" বুধ—"ওঁ উদ্বুধ্যস্যাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্ত্তে সগুঁসৃজেথাময়ঞ্চ। অস্মিন্ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্, বিশ্বেদেবা যজমানস্য সীদত স্বাহা। ইদং বুধগ্রহায়॥" বৃহস্পতি—"ওঁ বৃহস্পতে অতি যদর্য্যো অর্হাদ্ দ্যুমদ্বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছবস ঋতপ্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রগুঁ স্বাহা॥ ইদং বৃহস্পতিগ্রহায়॥" শুক্র—"ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো রসঃ ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ, ক্ষত্রং পয়ঃ সোম প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ম্, বিপাণগুঁ শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু স্বাহা॥ ইদং শুক্রগ্রহায়॥" শনি—"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে, আপো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা, ইদং শনিগ্রহায়॥" রাহু—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পরুষঃ পরুষস্পরি।

এবা নো দূর্ব্বে প্রতনু, সহস্রেণ শতেন চ স্বাহা॥ ইদং রাহুগ্রহায়॥" কেতু—"ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে, পেশোমর্য্যা অপেশযে। সমুসদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা॥ ইদং কেতুগ্রহায়॥" এরপর দিকপালহোম করুন।

দিক্‌পালহোম—ইন্দ্র— "ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রগুঁ হবে হবে সুহবগুঁ শূরমিন্দ্রম্। আহ্বয়ামি শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রগুঁ, স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ স্বাহা॥ ইদমিন্দ্রায়॥" অগ্নি—"ওঁ বৈশ্বানরো ন উতয়, আ প্রয়াতু পরাবতঃ। অগ্নিং রুক্থেন বাহসা উপযামগৃহীতোঽসি বৈশ্বানরায় ত্বৈষতে যোনির্বৈশ্ব নরায়াত্বা স্বাহা॥ ইদমগ্নয়ে॥" যম—"ওঁ অসি যমো অস্যাদিত্যো অর্ব্বন্নসি, ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন। অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত আহুস্তে ত্রীনি দিবি বন্ধনানি স্বাহা॥ ইদং যমায়॥" নৈর্ঋত—"ওঁ যত্তে দেবী নির্ঋতিরাবন্ধ, পাশং গ্রীবাস্থবিচৃত্যম্। তত্তে বিষ্যাম্যায়ুষো ন মধ্যাদথৈতং পিতুমদ্ধি প্রসূতঃ মনোভূত্যৈ বেদঃ চকার স্বাহা॥ ইদং নির্ঋতয়ে॥" বরুণ—"ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভ সর্জ্জনীস্থঃ বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ স্বাহা॥ ইদং বরুণায়॥" বায়ু—"ওঁ বাতো বা মনো বা গন্ধর্ব্বাঃ সপ্তবিগুঁশতি। তে অগ্রে অশ্বন্ যুঞ্জন্তে অস্মিন্ জবমাদধুঃ স্বাহা॥ ইদং বায়বে॥" কুবের—"ওঁ কুবিরঙ্গদ যবমন্তো যবঞ্চিদ যবমাদধুর্যথা দান্তনুপূর্ব্বং বিষয়। ইহেহৈযাং কৃণুহি ভোজনানি, যে বর্হিষো নম উক্তিং যজন্তি স্বাহা। ইদং কুবেরায়॥" ঈশান—"ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুযস্পতিং, ধিয়ঞ্জিন্বমবসে হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসামসদ্ বৃধে, রক্ষিতা পায়ুবদব্ধঃ স্বস্তয়ে স্বাহা॥ ইদমীশানায়॥" ব্রহ্মা—"ওঁ আ ব্রহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চসী জয়তা মা রাষ্ট্রে রাজন্য। শূর ইষব্যোঽতিব্যাধী মহারথো জায়তাগুঁ

স্বাহা॥ ইদং ব্রহ্মণে॥" অনন্ত—"ওঁ নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ স্বাহা। ইদমনন্তায়॥" এরপর প্রত্যক্ষদেবতার হোম করবেন।

প্রত্যক্ষদেবতার হোম—প্রথমে— "ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা" মন্ত্রে যথাশক্তি নারায়ণের হোম করে—ওঁ গণেশায় স্বাহা, ওঁ শিবায় স্বাহা, ওঁ মনসায়ৈ স্বাহা, ওঁ শীতলায়ৈ স্বাহা, ওঁ সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ গ্রাম্যদেবতাভ্যো স্বাহা, ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ স্বাহা, ওঁ যাং যমুনায়ৈ স্বাহা।" এইভাবে প্রত্যক্ষদেবতার হোম করে একটি ঘৃতাক্ত সমিধ অগ্নিতে অমন্ত্রক নিক্ষেপ করে, মন্ত্র পাঠ করে 'মৃড়' ওঁনামক অগ্নির নামকরণ করে পূর্ণাহুতি দিন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি।" বলে নামকরণ করে আবাহন করুন। যথা—"ওঁ মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ" মন্ত্রে আবাহন ও "ওঁ পিঙ্গভ্রূ" ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করে পঞ্চোপচারে পূজা করুন। যথা—"এষ গন্ধঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এযঃ ধূপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষঃ দীপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে স্বাহা॥" এরপর ফল-পুষ্প-বস্ত্রযুক্ত প্রচুর ঘৃত গ্রহণ করে উঠে দাঁড়িয়ে শাঁখ-ঘণ্টা ইত্যাদি বাদ্যসহকারে পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত অগ্নিতে মন্ত্রপাঠ করতে করতে আহুতি দিন। যথা—"ওঁ মুর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃতং আজাতমগ্নিম্। কবিগুঁ সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা॥" এরপর ব্রহ্মদক্ষিণার জন্য পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করুন। যথা—বামহস্তে ভোজ্য

ধারণ করে—"বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদক দিয়ে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ" মন্ত্রে পুষ্পাদি দিয়ে অর্চ্চনা করে—"এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, বলে অর্চনা করে উৎসর্গবাক্য পাঠ করুন—"বিষ্ণুরোম্ অদ্যেত্যাদি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজাঙ্গীভূতহোমকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে (অপরের পক্ষে হলে—দদানি)।" এবার দক্ষিণান্ত করে—"ওঁ চতুর্ব্বদনসদ্মস্থ চতুর্ব্বেদকুটুম্বিনে। দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎকর্ম্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥ ওঁ ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক। হব্যং বহসি দেবানামতঃ শান্তি প্রযচ্ছ মে॥ ওঁ পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশন। সাক্ষী ত্বং পুণ্যপাপানাং ধনঞ্জয় নমোহস্তুতে॥" এই মন্ত্রে অগ্নিকে প্রণাম করুন। এরপর কুশজল দিয়ে— "ওঁ ব্রহ্মণ্ ক্ষমস্ব" মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জন করুন। এরপর—"ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" মন্ত্রে জল দিয়ে অগ্নির বিসর্জন করে "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।" মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে দুধ বা দই দান করবেন। এরপরে স্থণ্ডিলের ঈশানকোণ থেকে কিছু ভস্ম নিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে করতে যথাযথস্থানে তিলক ধারণ করুন। মন্ত্র, যথা—ললাটে —"ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্।" কণ্ঠে—"ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষম্।" বাহুমূলে—"ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্।" হৃদয়ে—"ওঁ তন্মেহস্তু ত্র্যায়ুষম্॥" এরপর দক্ষিণান্ত, বৈগুণ্যসমাধান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করুন।

বিসর্জ্জন বিধি

কোজাগরী পূর্ণিমার পরের দিন পূর্ণিমা কেটে যাবার পর স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করে শুদ্ধাসনে বসে যথাশক্তি উপচারে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করে আরত্রিক করুন। তারপর 'দধিকরম্ব' (চিড়া, মুড়কী, মিষ্টান্ন ও কাঁটালী কলা) দেবীকে নিবেদন করুন। মন্ত্র, যথা—"এতস্মৈ সোপকরণমিষ্টান্ন দধিকরম্ব নৈবেদ্যায় নমঃ।" এই মন্ত্রে তিনবার কুশজল দিয়ে শোধন করুন। একটি পুষ্প নিয়ে দধিকরম্বে দিন। মন্ত্র, যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে সোপকরণমিষ্টান্ন দধিকরম্ব নৈবেদ্যায় নমঃ॥" আবার একটি ফুল নিয়ে—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদান্যৈ ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ নিবেদয়ামি স্বাহা।" এরপর পঞ্চপ্রাণ মুদ্রা দেখান। তারপর দেবীর পানের জন্য জল, তাম্বুল ইত্যাদিও নিবেদন করুন। এবার দেবতার শরীরে আবরণদেবতাগণ বিলীন হইয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করে—"ওঁ শ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী ক্ষমস্ব" বলে একগণ্ডুষ জল দিন। এবার সংহারমুদ্রায় নির্ম্মাল্য গ্রহণ করে আঘ্রাণ করে সেই গন্ধের সাথে দেবতার তেজ মনে মনে নিজের হৃদয়পদ্মে গ্রহণ করুন। এরপর ঈশানকোণে ত্রিকোণমণ্ডল করে তার উপর নির্ম্মাল্যশেষ রেখে নির্ম্মাল্য দিয়ে পূজা করুন। যথা—"ওঁ শেষিকায়ৈ নমঃ।" এবার মন্ত্রপাঠ করতে করতে দেবীর ঘট ও প্রতিমা চালনা করুন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরী। সংবৎসর ব্যতীতে

তু পুনরাগমনায় চ॥" এবার একগণ্ডুষ জল "ক্ষমস্ব" বলে ঘটে দিয়ে সূতা কেটে দিন।

সামবেদীয় শান্তিমন্ত্র

"মহাবামদেবঋষির্বিরাড়্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥ ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু॥ ওঁ অভী ষু নঃ সখীনা মবিতা জরিতৃণাম্। শতং ভবাসূতিভিঃ। ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ, অন্তরিক্ষং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিঃ, আপো শান্তিঃ, ওষধয়ো শান্তিঃ, বিশ্বেদেবা শান্তিঃ, ব্রহ্মং শান্তিঃ, সর্বং শান্তিঃ, শান্তিরেব শান্তিঃ, সা মা শান্তিরেধি। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি॥"

যজুর্বেদীয় শান্তিমন্ত্র

"ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে, মনো যজুঃ প্রপদ্যে, সাম প্রাণং প্রপদ্যে, চক্ষু শ্রোত্রং প্রপদ্যে, বাগৌজ সহৌজ ময়ি প্রাণাপানৌ। ওঁ যন্মে ছিদ্রং চক্ষুযোর্হৃদয়স্য মনসো বাতিতৃণ্ণং বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু। শন্নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ॥ ওঁ স্বস্তি নঃ ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদা। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি। ওঁ শান্তিরেব শান্তি, ওঁ রোগাদিভিঃ শান্তি, ওঁ সর্ব্বাপচ্ছান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি॥"

প্রার্থনা মন্ত্র—"ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। মহালক্ষ্মী নমস্তুভ্যং সুখরাত্রং কুরুষ্ব মে॥ বর্ষকালে মহাঘোরে যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্। সুখরাত্রি প্রভাতহদ্য তন্মে লক্ষ্মীর্ব্যপোহতু॥ যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা। সংবৎসরপ্রিয়া যা চ সদাস্তু (মমাস্তু) সর্ব্বসুমঙ্গলা॥ মাতা ত্বং সর্ব্বভূতানাং দেবানাং সৃষ্টিসম্ভবা। আয়াতা ভূতলে দেবী সুখরাত্রি নমোহস্তুতে॥"

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—"ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্ত্বৎ প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চনাৎ॥ লক্ষ্মী ত্বং ধ্যান্যরূপাসি প্রাণিনা প্রাণদায়িনি। দারিদ্র্য দুঃখসংহন্ত্রী মহালক্ষ্মী নমোহস্তুতে॥"

প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবী মহালক্ষ্মী নমোহস্তুতে॥"

লক্ষ্মীর গায়ত্রী—"ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ॥"

লক্ষ্মীস্তোত্রম্

লক্ষ্মীঃ শ্রীঃ কমলা বিদ্যা মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া সতী। পদ্মালয়া চ পদ্মাক্ষী পদ্মা চ পদ্মসুন্দরী॥ ভুতানামীশ্বরী নিত্যা মাতা সত্যাগতা শুভা। বিষ্ণুপত্নী মহাদেবী ক্ষীরোদতনয়া রমা॥ অনন্তলোকলাভা চ ভূলীলা চ সুখপ্রদা। রুক্মিণী চ তথা সীতা মা বৈ বেদবতী শুভা॥ সতী সরস্বতী গৌরী শান্তিঃ স্বাহা স্বধা ধৃতিঃ। নারায়ণী বরারোহা বিষ্ণোর্বিদ্যাবিধায়িনী॥ এতানি পুণ্যনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। মহাশ্রিয়মবাপ্নোতি ধনধান্যমকল্মষম্॥

—ইতি লক্ষ্মীস্তোত্রম্ সম্পূর্ণম্—

দেবকৃত লক্ষ্মীস্তোত্রম্

ক্ষমস্ব ভগবত্যম্ব ক্ষমাশীলে পরাৎপরে। শুদ্ধস্বত্ত্ব স্বরূপে চ কোপাদি পরিবর্জিতে॥ উপমে সর্ব্বসাধ্বীনাং দেবীনাং দেবপূজিতে। ত্বয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মৃত্যুতুল্যঞ্চ নিস্ফলম্॥ সর্ব্বসম্পৎ স্বরূপা ত্বং সর্ব্বেষাং সর্ব্বরূপিণী। রাসৈশ্বর্য্যাধিদেবী ত্বং সকলাঃ সর্ব্বযোষিতঃ॥ কৈলাসে পার্ব্বতী ত্বঞ্চ ক্ষীরোদে সিন্ধুকন্যকা। স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীস্ত্বং মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ ভূতলে॥ বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীর্দেবদেবী সরস্বতী। গঙ্গা চ তুলসী ত্বঞ্চ সাবিত্রী ব্রহ্মলোকতঃ॥ কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবীত্বং গোলকে রাধিকা স্বয়ম্। রাসে রাসেশ্বরীত্বঞ্চ বৃন্দাবন-বনেঽবনৌ॥ কৃষ্ণপ্রিয়া ত্বং ভাণ্ডারে চন্দ্রা চন্দনকাননে। বিরজা ত্বং চম্পকবনে শতশৃঙ্গে চ সুন্দরী॥ পদ্মাবতী পদ্মবনে মালতী মালতীবনে। কুন্দদন্তী কুন্দবনে শুশীলা কেতকীবনে॥ কদম্বনামা ত্বং দেবী কদম্বকাননেঽপি চ। রাজলক্ষ্মী রাজগৃহে গৃহলক্ষ্মী গৃহে গৃহে॥ ইতি লক্ষ্মীস্বয়ং পুণ্যং সর্ব্বদেবৈঃ কৃতম্ শুভম্। যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স বৈ সর্ব্বং লভেদ্ধ্রুবম্॥ অভার্য্যো লভতে ভার্য্যাং বিনীতাং সুমতিং সতীম্। শুশীলাং সুন্দরীং রম্যামতিসুপ্রিয়বাদিনীম্॥ পুত্র পৌত্রবতীং শুদ্ধাং কুলজাং কোমলাং খরাম্। অপুত্রো লভতে পুত্রং বৈষ্ণবং চিরজীবিনম্॥ পরমৈশ্বর্য্য যুক্তঞ্চ বিদ্যাবন্তং যশস্বিনম্। ভ্রষ্টরাজ্যো লভেদ্ রাজ্যং ভ্রষ্টশ্রীর্লভতে শ্রিয়ম্॥ হতবন্ধুর্লভেদবন্ধুং

ধনভ্রষ্টো ধনং লভেৎ। কীর্ত্তিহীনো লভেৎ কীর্ত্তিং প্রতিষ্ঠাঞ্চ লভেদ্ধ্রুবম্॥ সর্ব্বমঙ্গলদং স্তোত্রং শোকসন্তাপনাশনম্। হর্ষানন্দক রং শশ্বৎ ধর্ম্মমোক্ষ সুহৎ প্রদম্॥

—ইতি দেবকৃত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর দ্বাদশনাম স্তোত্রম্ সম্পূর্ণম্—

লক্ষ্মীর দ্বাদশনাম স্তোত্রম্

ত্রৈলোক্য পূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে। যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা॥ ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া। পদ্মা-পদ্মালয়া সম্পৎপ্রদা শ্রীঃ পদ্মধারিণী॥ দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সংপূজ্য যঃ পঠেৎ। স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেৎ তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ॥

—ইতি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর দ্বাদশনাম স্তোত্রম্ সম্পূর্ণম্—

লক্ষ্মী কবচম্

ঈশ্বর উবাচ

অথ বক্ষ্যে মহেশানি কবচং সর্ব্বকামদম্। যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ ভবেৎ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ॥ নার্চ্চয়িত্বা চ দেবশি মন্ত্রমাত্রং জপেন্নরঃ।

স ভবেৎ পার্ব্বতীপুত্রঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ। বিদ্যার্থিনা সদা সেব্যা ত্বং দেবী বিষ্ণুবল্লভা॥

ওঁ অস্যা শ্চতুরক্ষরীবিষ্ণুবনিতায়াঃ কবচস্য শ্রীভগবান্ শিবঋষিরনুষ্টুপ্‌চ্ছন্দোর্ব্বাগভবীদেবতা, বাগভবং বীজম্ লজ্জা শক্তিঃ রং কীলকং কামবীজাত্মকং কবচং মম সুপাণ্ডিত্যকবিত্ব সর্ব্বসিদ্ধিসমৃদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ॥

ওঁ কারো শিরো মে পাতু বাগ্‌ভবী সর্ব্বসিদ্ধিদা। হ্রীং পাতু চক্ষুযোর্ম্মধ্যে চক্ষুর্যুগ্মে চ শঙ্করী॥ জিহ্বায়াং মুখবৃত্তে চ কর্ণয়োর্গণ্ডয়োর্নসি। ওষ্ঠাধরে দন্তপঙক্তৌ তালুমূলে হসৌ পুনঃ॥ পাতু মাং বিষ্ণুবনিতা লক্ষ্মীঃ শ্রীবর্ম্মরূপিণী। কর্ণযুগ্মে ভুজদ্বন্দ্বে স্তনদ্বন্দ্বে চ পার্ব্বতী। হৃদয়ে মণিবন্ধে চ গ্রীবায়াং পার্শ্বয়োঃ পুনঃ। সর্ব্বাঙ্গে পাতু কামেতি মহাদেবী সমুন্নতিঃ॥ বুষ্টিঃ পাতু মহামায়া উৎকৃষ্টিঃ সর্বদাবতু। সম্বিৎ পাতু সদা দেবী সর্বত্র শম্ভুবল্লভে॥ বাগ্‌ভবী সর্বদা পাতু পাতু মাং হরগেহিণী। রমা পাতু সদা দেবী পাতু মায়া সুরাট্ স্বয়ম্॥ সর্বাঙ্গে পাতু মাং লক্ষ্মীর্বিষ্ণুমায়াং সুরেশ্বরী। বিজয়া পাতু ভবনে জায়ায়া চ সদা মম॥ শিবদূতী সদা পাতু সুন্দরী পাতু সর্বদা। ভৈরবী পাতু সর্বত্র ভেরুণ্ডা সর্বদাবতু॥ ত্বরিতা পাতু মাং নিত্যমুগ্রতারা সদাবতু। পাতু মাং কালিকা নিত্যং কালরাত্রিঃ সদাবতু॥ যোগিন্যঃ সর্বদা পাস্তু মুদ্রা পাস্তু সদা মম। মাত্রাঃ পাস্তু সদা দেবশ্চক্রস্থা যোগিনীগণাঃ॥ সর্ব্বত্র সর্বকার্য্যেষু সর্বকর্মসু সর্বদা। পাতু মাং দেবদেবী চ লক্ষ্মীঃ সর্বসমৃদ্ধিদা॥ ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং সর্বসিদ্ধয়ে। যত্র তত্র ন বক্তব্যং যদীচ্ছেদাত্মনাহিতম্॥ শঠায় ভক্তিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরী। নস্তব্যং দর্শয়দ্দিব্যং সন্দর্শ্য শিবহা ভবেৎ॥ কুক্ষণায় মহেচ্ছায় দুর্গাভক্তিপরায় চ। বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় দদ্যাৎ কবচমুত্তমম্॥

নিজ শিষ্যায় শান্তায় ধনিনে জ্ঞানিনে তথা। দদ্যাৎ কবচমিত্যুক্তং সর্বতন্ত্রসমন্বিতম্॥ শনৌ চ কুজবারে চ রক্তচন্দনকৈস্তথা। যাবকেন লিখেন্মন্ত্রং সর্বতন্ত্রসমন্বিতম্॥ বিলিখ্য কবচং দিব্যং স্বয়ম্ভুকুসুমৈঃ শুভৈঃ। সশুক্রৈঃ পরশুক্রৈশ্চ নানাগন্ধ সমন্বিতৈঃ॥ গোরোচনা কুঙ্কুমেন রক্তচন্দনকেন বা। সুতিথৌ শুভযোগে বা শ্রবণায়াং রবের্দিনে॥ অশ্বিন্যাং কৃত্তিকায়াং বা ফল্গুণ্যাং বা মঘাসু চ। পূর্বভাদ্রপদাযোগে স্বাত্যাং মঙ্গলবাসরে। বিলিখ্য প্রপঠেৎ স্তোত্রং শুভযোগে সুরালয়ে॥ আয়ুষ্মৎ প্রীতিযোগে চ ব্রহ্মযোগে বিশেষতঃ। ইন্দ্রযোগে শুভযোগে শুক্রযোগে তথৈব চ॥ কৌলবে বালবে চৈব বণিজে চৈব সত্তমঃ। শূন্যাগারে শ্মশানে বা বিজনে চ বিশেষতঃ॥ কুমারীং পূজয়িত্বাদৌ যজেদ্দেবীং সনাতনীম্। মৎস্যমাংসৈ শাকপূপৈঃ পূজয়েৎ পরদেবতাম্॥ ঘৃতাদ্যৈ সোপকরণৈঃ পুপসূপৈর্বিশেষতঃ। ব্রহ্মান্ ভোজয়িত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্॥ আখেটকমুপাখ্যানং তত্র কুর্য্যাদ্দিনত্রয়। তদা ধরোমহরক্ষাং শঙ্করেণেতি ভাষিতম্॥ মারণদ্বেষণাদিনী লভতে নাত্র সংশয়ঃ। স ভবেৎ পার্বতীপুত্রং সর্বশাস্ত্র পুরস্কৃতঃ॥ গুরুর্দ্দেবো হরঃ সাক্ষাৎ পত্নী তস্য হরপ্রিয়া। অভেদেন ভজেদ্ যস্তু তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥ পঠতি য ইহমর্ত্তে নিত্যামার্দ্রান্তরাত্মা, জপফলমনুমেয়ং লপ্স্যতে যদ্‌বিধেয়ম্। স ভবতি পদমুচ্চৈঃ সম্পদাং পাদনম্রং, ক্ষিতিপমুকুটলক্ষ্মীর্লক্ষণানাং চিরায়॥

—ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীকবচম্ সম্পূর্ণম্—

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

ফর্দ্দমালা

সিদ্ধি, সিন্দূর, তিল, হরিতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, আসনাঙ্গুরীয়ক ৩, মধুপর্ক বাটি ৩, লালসূতা, সিন্দূর চুবড়ি ১, বরণডালার দ্রব্য, আইভাঁড় ৪, মাঙ্গল্য সূত্র ১, কর্পূর, পান, পানের মশলা, ধূপ, ধূনা, তুলা, যজ্ঞোপবীত ৫, ঘট ১, দ্বারঘট ২, কুণ্ডহাঁড়ি ১, রচনাহাঁড়ি ১, সরা ১, পুষ্প, তুলসী, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, পুষ্পমাল্য, চন্দ্রমাল্য, পূজক বরণ, আচার্য্য বরণ, বরণাঙ্গুরীয় ২, তীরকাঠি ১, তেকাঠা ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, বিষ্ণুর জোড় ১, লক্ষ্মীর শাড়ী, বিষ্ণুর ধুতি, পেচকের বস্ত্র, প্রসাধন দ্রব্যাদি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, পঞ্চদ্রব্য, আতপচাল, উপকরণ, মিষ্টান্ন, মুড়কী-বাতাসা, চিপিটক, নারিকেল, সশীষ ডাব ৩, ডাব ১, আম্রপল্লব ৩, কলাগাছ ২, ভোগের দ্রব্য, আরতির দ্রব্য, দর্পণ ১, সাদাসূতা ১, নৈবেদ্য ২, কুচা নৈবেদ্য ১, থালা ১, ঘটি ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ২০০, হোমের বিল্বপত্র (সাধ্যমত), ভোজ্য ১, পূর্ণপাত্র ১, শয্যাদ্রব্য ১ প্রস্থ, গঙ্গাজল, গঙ্গামৃত্তিকা, দক্ষিণা।